শব্দ ও সমুদ্র

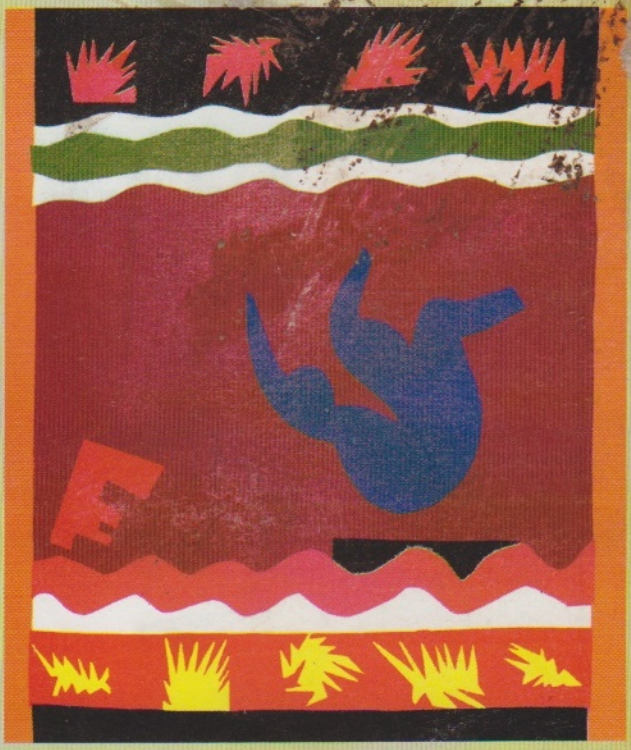

সৈয়দ আহমদ শামীম
মোরশেদুল আলম
আল আরাফাত
মাসুদ জাকারিয়া
রফিকুল ইসলাম রফিক

ময়ুখ চৌধুরী স্বপন দত্ত ফাউজুল কবির
মাঈন উদ্দিন জাহেদ দীপঙ্কর বাগচী
তানবীর মুহাম্মদ

শব্দ ও সমুদ্রের [illegible]

সম্পাদক
মাসুদ জাকারিয়া

শব্দ ও সমূহ

শব্দ ও সমূহের কাগজ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শব্দ ও সমূহ

শব্দ ও সমূহের কাগজ
প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ১৪০৭
মে ২০০০

সম্পাদক
মাসুদ জাকারিয়া

প্রচ্ছদ
ব্যবহৃত চিত্রটি Henri Matisse অংকিত
Jazz : The Toboggan

অলংকরণ
মারুফ

যোগাযোগ
এ্যাড হোম
আমিন শপিং সেন্টার (৪র্থ তলা),
১৮০ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.pathagar.com

স ম্পা দ কী য়

শব্দ ও সমূহ নন্দনের নৈতিকতা ও জীবনের নৈতিকতায় বিভাজন গ্রাহ্য করে না। কৈবল্যবাদীদের জীবন-বাস্তবতা ও সাহিত্য-বাস্তবতার মধ্যকার যে ফারাক- সে তো 'মহৎ' চরিত্রে অভিনয়ের পর বেশ্যালয়ে জিরোতে যাবার মতো। সাহিত্যকে আমরা জীবনের আর সব মহৎ অনুভূতি ও কর্তব্যের সাথেই মিলিয়ে নিতে চাই। মহৎ অনুভূতি ও কর্তব্যই যে সাহিত্য নয়, সে সামান্য-ধারণা আমাদের রয়েছে: বস্তুতঃ শিল্পিত না হলে কোন মহত্তর অনুভূতিও সাহিত্য অভিধায় দাঁড়াতে পারে না। আমরা চাই যে শিল্প-যাপনের সঙ্গে জীবন-যাপনের একটি নৈতি-নান্দনিক সুষম সঙ্গতি গড়ে উঠুক।

আমাদের শিল্প-চেতনা ও জীবনভিজ্ঞতার প্রস্থানভূমিতে নৈতিকতার আলো উপ্ত হোক- এই-ই চাই।

www.pathagar.com

সূ চি

সৈয়দ আহমদ শামীম
অধিব্যক্তিক ৯
অবলীলাদের বাড়ী
কবিতারা ১৩
শহরে সভ্যতা দেখা শিরোনাম নেই পৃথিবীতে প্রাক ইতিহাস শূন্য হয়ে থাকা নাম বৈরিতা উনুন থেকে ধোঁয়া

ময়ুখ চৌধুরী
পাললিক কষ্ট ২০
স্বপন দত্ত
হারানো দিনের গল্প ২০
ফাউজুল কবির
আকাশ-গল্পের স্বপ্ন ২১

মোরশেদুল আলম
অধিব্যক্তিক ২৩
ঠোঁট চুইয়ে আসে নৈঃশব্দ
কবিতারা ২৫
ঘরানা কথা আপনার জোনাকি মাতে পাঁজর ভাঙ্গা জলের কলস উপুড় হয়ে আছে গান জ্যোতিষ্শরম খিড়কিতে আধাবেলা আলাপের সুর মেঘেরা দুঃখ হলে মুখোমুখি বসিবার বুধবার পড়শী যেন চোখ মেলোনা

আল আরাফাত
অধিব্যক্তিক ৩০
কাহিনী শোনার সন্ধা
কবিতারা ৩৮
নৈঃশব্দের দোকান ঘর পাথরটাকে ভেঙে-চুরে সুর সঙ্গম রোদ দিতে পারো একটু আমাকে? রোদ? ছায়া বনে যাই চোখ খোলো দ্বিধান্বিত আমাদের ঘরটাতে একজন দুঃখের সারস ছায়া-চিত্রগুলি কসম, আমরা জোনাকগুলিকে হত্যা করিনি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাঈন উদ্দিন জাহেদ
সেপ্টেম্বর ৪৪
দীপঙ্কর বাগচী
অন্ধ ৪৪
তানবীর মুহাম্মদ
মহাকালের ঘড়ি ৪৫

মাসুদ জাকারিয়া
অধিব্যক্তিক ৪৬
অরণ্যের দরজায়
কবিতারা ৪৯
রিকসা উপপাদ্য নোনাজল ব্যর্থতা মা দোলনা আমাদের বাড়ির পথ বনভোজন পোস্টার সময় সামনের পূর্ণিমায় নীলার চোখ

রফিকুল ইসলাম রফিক
অধিব্যক্তিক ৫৩
অন্ধকারের সাথে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সৈয়দ আহমদ শামীম

অধিব্যক্তিক

অবলীলাদের বাড়ি

অবলীলা

সকলি কি লীলা! যুক্তি আসে যৌক্তিক কারণে। লীলার মতো অবলীলায় আসে না। দু'জনের পথ দু'রকম। আমরা যেন অবলীলা ভালোবাসি। ভালোবেসে অবলীলার প্রান্ত ছাড়িয়ে যাই। লীলার ত্রিবিধ স্রোতে হারাতে বসি সমূহ সংযম। তখন, কারণ বার করে যুক্তির পথে যেতে চাই। নেহাৎ যেতে যাওয়া- লীলা আমাদের আঁচলের প্রান্ত ছাড়ে না। বলে যে, বোসো, বোসো না- যেন আমাদের কাঙ্খিত কণ্ঠের মতো গভীর গাঢ়তা। আমরা যুক্তিদেরে অযৌক্তিক ধৈর্যের কথা বলে বসিয়ে রাখি। তারাও মর্যাদাশীল, নিজ পথে চলে যায়। আমরা পথ হারিয়ে বসি। লীলা আমাদের নিয়ে অবলীলাদের বাড়িতে চলে যায়।

অবলীলাদের বাড়ি সবাই অন্ধ
কিন্তু এমন নৃত্য সেখানে- পা হারিয়ে যায়
কতো দিন পায়ের কথা মনে পড়ে না
আমাদের বাড়ির কথা মনে পড়ে!
লীলার এমনই মায়ার মন আমাদের কায়ার ঘরে শুয়ে যায়
তার ক্লান্তি নেই
কিন্তু তার ভাষায় আমাদের ক্লান্তি এসেছে
আমরা বলি যে, আমাদের পা ফিরিয়ে দাও

সাবলীল মাধুর্য এসে লীলার ভাষা বদলে যায়
লীলার ভাষার নদী আমাদের পা ডুবিয়ে রাখে
ডুব দিই নদীর গভীরে যাই ভেসে উঠি কাগজের হাঁস

প্রাণের অস্তিত্বহীন আমরাতো কাগজের হাঁস হয়ে উঠি। ভেসে যাই কাগজের হাঁস। জল থই থই। কিনারা নেই। নিঃসাড় চোখ দেখে, নিজেদের ইচ্ছের মতো দৃঢ় জাহাজ চলে। নিঃসাড় মন ঈর্ষা করার সামর্থ পর্যন্ত হারিয়ে বসে। নিঃসাড় বোধ বুঝতে পারে জাহাজদের কেউ শুভ'র বাড়ি যায়, কেউ অশুভ- কিন্তু কোন বাড়ি কাঙ্ক্ষিত হবে বুঝতে পারে না। এরকম কাগজের হাঁস! তবু কোন কল্যাণের ফলে কাগজের হাঁসের মনে অতীত দোলা দেয়। এমন অতীত, জীবনের ঘরে যার বসতি ছিলো না মূর্তমান। তবু এমনই আত্মীয়ের মতো অতীত, কাগজের হাঁস প্রাণ পেয়ে ওঠে। নিঃসাড় ঘুচে যায়। সেই বিমূর্ততা বিমূর্ত হতে হতে এতো বেশি মূর্তময় হয়, কাগজের হাঁস আনন্দে চোখ বুজে মগ্ন হয়। বদ্ধ চোখের পাতা মহাসমুদ্রের বিস্তারের মতো হেসে ওঠে। প্রান্তরের বাতাসের মতো গান গায় প্রাণময় মনের কণ্ঠ। আকাশের মতো নির্ভার প্রাণের খুশিতে কাগজের হাঁস বিধাতার সৃষ্টির মতো হাঁস হয়ে ওঠে। প্রকৃত হাঁস। মুগ্ধ চরণে জলের কল্লোল ভেঙে জল থই থই সমুদ্রে সে কিনারার দিকে চলে।

www.pathagar.com

আমার মা অনেকদিন অসুখ ছিলেন। পৃথিবীর অনেক মা অসুস্থ আছেন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আজো প্রতিরোধ পেরে ওঠে নাই। একদিন নিশ্চিত পারবে। হয়তো তখন বস্তুবুদ্ধির মানুষেরা আবার বলে উঠবে, বিজ্ঞান সকল মৌলের উৎস। কিন্তু আজ যারা যন্ত্রণা পেতে পেতে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে, তাদেরে বলি যদি, একদিন বিজ্ঞানীরা পেরে উঠবে, হয়তো অনেকদিন পরে, তখন পৃথিবীর মানুষ ক্যান্সারে মারা যাবেনা- আদৌ শান্তি দেবে? এমনকি বিজ্ঞান- চেতনার লোকটিও, যদিনা তাকে আরো দূরতর প্রত্যয়ের স্বপ্ন না দেখাই, মনের স্বস্তি হবে না। কারণ, যে মানুষ নিশ্চিত মরে যাবে, তার কাছে সুদূর ভবিষ্য- স্বপ্নের মূল্য কী! মানুষকে অলৌকিকের স্বপ্ন দেখাতে হয়, তখন মৃত্যু সহজ, স্বাভাবিক মনে হবে। এবং তাই-ই। কেননা, সেই সত্যই প্রকৃত যা মৃত্যুর স্বাভাবিকতা উপলব্ধির সুযোগ দেয়। একজন মৃত্যুমুখী মানুষকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল বিজ্ঞানের স্বপ্ন দেখানোর ফল শূন্য। এবং বর্বরতা। যে দুঃখ ও অপূর্ণতা নিয়ে মানুষের মৃত্যু হয়, ভবিষ্যতের বিজ্ঞান তার প্রতিবিধানের ক্ষমতা রাখেনা।

কবি

কোনো সংগঠন-শক্তির প্রেরণায় কবিতা হয় না। কবিতা যেখানে জন্ম নেয় বা কবিতার যখন সৃষ্টি হয় সে মুহূর্তটি ঈশ্বরের। আমাদের ভেতরেই বিধাতা অনুভূতি ও সংবেদনের এমন আধার গড়েছেন যাতে অনুপ্রেরণার দায়িত্ব কর্তব্য বা অধিকার পর্যন্ত আমাদের নেই। আমরা অপেক্ষা করতে পারি। মুহূর্ত এসে বলে যায়, কবিতার সময়! তখন আমাদের উচিৎ হয় সে মুহূর্তের গভীরে গিয়ে জীবনের তখনকার সর্বসুক্ষ্মতাকে চেনবার, প্রকৃত শব্দের আশ্রয়ে তাকে বুনে তুলবার। কবির একটি প্রচলিত কাজ প্রকৃতির অবলম্বন। যেহেতু প্রকৃতিও সত্যের ছায়া, প্রকৃত সত্যের জন্য কবিকে আরো দূরে যেতে হয়, রহস্যে। এভাবে বিধাতার অপারত্বে সমর্পন ঘটে প্রকৃত কবির। একজন কবির কথা এরকম যে, ঈশ্বরে আস্থাবানেরাই 'অমর' কবি হবার সামর্থ্য রাখে। স্বীকৃতি বা কবি হবার জন্যে কবি কবি নন। একজন মানুষ যে কবি, তাও ঈশ্বরের দান- কবি তা জানেন। সমান শারীরাবয়ব, শৈলী সত্ত্বেও একজন মানুষ আর দশজনের চাইতে যখন আলাদা হয়ে যান, তা অবশ্যই ঈশ্বরেরই 'বিবেচনা সম্মত' ও 'দায়বোধী' পৃথকীকরণ। ফলে অপর দশজনের সেখানে কোনো দ্বেষ ঈর্ষা জন্মে না। একটি মানুষের এই কবি হয়ে যাওয়া, ঈশ্বরেরই মহৎ পক্ষপাত। তাই একজন কবির ঈশ্বরে 'অনাস্থা' হতেই পারে; কিন্তু তার পক্ষে- সর্ব্বোচ্চ মানবনুভূতির প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও- পার্থিব বৈভব ও অপার্থিব রহস্যের সুষম সুদূরব্যাপ্ত কবিতাবহ রচনা করা দুঃসাধ্য। আর যদি তার বিরুদ্ধ প্রমাণরূপ এমন পঙ্‌ক্তির উপস্থাপন করা হয়, যা 'অমরতা'র ঘ্রাণযুক্ত, তবে বুঝতে হবে ওই কবি নিজেরই অজ্ঞাতে অলৌকিকে সমর্পিত। অবিশ্বাসী শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন:

সুতনুকা তুমি আমি সূর্য তারা সকলে ভঙ্গুর
দেবদত্ত তবু লেখে পাথরে তোমার প্রিয় নাম

দেবদত্তের মতো কবিও এক অচেনা, অলোকের কাছে যুক্তি তর্ক জমা দিয়ে রাখেননি কি। যেহেতু পৃথিবী ও মহালোকের সকলি বিধাতার খেলার বিষয় এবং কবিত্বের মতো অসামান্য দানও তার, তাই কবির পক্ষে নিরেট বস্তুপ্রেমী হওয়া যত না অন্যায় তার চেয়ে বোকামী ও হাস্যকর।

www.pathagar.com

সময়

পথে যাদের সাথে দেখা হলো হাত বাড়িয়েছি। সালাম স্যালুট। শরীর মনের অবসাদ সর্বদা লুকিয়ে রেখেছি। ভালো আছি, ভালো আছেন। সবাই ভালো আছি, ভালো মতো পা ফেলে হাঁটি। দেখা হলে পথে পথে সুগন্ধ কথার ছড়াছড়ি। পেছন তাকিয়ে দেখে নিই সোজা মতো পা ফেলে হেঁটে যান না কি। হেঁটে হেঁটে বাজার, ইদানিং বাজার অর্থনীতি: গ্লোবাল গ্রামে গিয়ে ট্রেড ফেয়ারের ভিড়ে জান্তব- রুচির মুখটির মতো নারী। একটি না দু'টি না অসংখ্য রুচির মুখ। প্রসাধন কলা নিয়ে কতো ভেতর কথা বলা যায়-রি-রি- একবার কথা শুরু করতে গিয়ে শাজনীনকে নাজনীন না কী ভুল নামে- অমনি অভিমান, অভিমান-ঘৃণা শুরু হলো কী সহজ। অনেক ফেয়ারদিনে আর কোনো তার সাথে কথাই হলো না। ভালো আছি ভালো আছেন। রাত্রিতে মাঝে মাঝে বিদ্যুত যায়। পাতাল থেকে যে অন্ধকার উঠে এসে আকাশে বেড়ায় তাতে গৃহযুদ্ধের স্কেচেরা কী ভীষণ আত্মঘাত করে। আমার কি রকম মনে হয়। কি রকম চেয়ে থাকি, আত্মঘাত ভালো লাগে নাকি মন্দ লাগে। কিন্তু দুর্গন্ধ আসে সেটা সইতে পারি না। আমাদের কথার দুর্গন্ধ, আচারের, শিল্প পঁচা বর্জ্যর ভেতর থেকে আমাদের হাসাহাসির আগে দাঁত উঠে আসে- কিলবিল, আমার ভালো লাগে না। আমার কি রকম লাগে। লাগুক। আমি অন্ধকারের ভেতর থেকেই অন্ধকারের কীটটিকে বের করে আনতে চাই। কেন যে বিদ্যুত চলে আসে। একবার চিঠিতে সকল সন্তানের নাম লিখতে হয়েছিল। সেখানে আমার নাম শমিম লিখেছিল মা। আরো যারা সাতটি সন্তান তাদের বানানে ভুল নেই। পরলোক থেকে মা আর কীভাবে দায়িত্ব পালন করবেন! আমার মা চেয়েছেন শুদ্ধ বানানে আমার নাম লিখতে পারার সাহস অর্জন করি।

ভালোবাসা

নেহাত ভালোবাসা বলতে বলতে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। অন্ধের যে কল্প-পৃথিবী থাকে সে তো নয়, অন্ধকারে পথ হারানোর মতো। অন্ধের কল্প-পৃথিবী নয়, আমি নিছকই চোখ বন্ধ করে ফেললাম। তারপর আমার পুরনো কল্পনারাবধি আর দেখতে পেলাম না! সমুদ্রের ঢেউ ভাটার শান্ত প্রবাহ সন্ধ্যার আলোক দৃশ্যের পাতে- চলমান কোনো ঝাপসা পাখির গতি জলের অশরীরি শব্দ-ছন্দ এ সকল আমার অন্ধকার মাটির ভেতর হারিয়ে গেল। এসব চোখ আনন্দের দৃশ্যরাবধি আমি ভালোবাসা বলতে বলতে হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু আমি ও মানুষ জানুক, ভালোবাসা অন্ধকার নয়! নারীর হাতের কাছে সমুদ্র উঠে আসবে না। তার শরীর- কল্লোল সমুদ্রের একটু অংশ কেবল, যে ভাষা জানে কিন্তু মনে জানে কালো সমুদ্রের রহস্য। যে মানুষ সেই সব জাহাজের ভাগ্য খুঁজে ফেরে, যারা কালো পানির অতলে যাবে, তারাই নারীর শব্দ লাবণ্য বা ভাষা মর্মের তল খুঁজে খুঁজে নিঃস্ব হয়ে যায়। প্রকৃতই নারীকে অন্য সমগ্রর সাথে পেতে হয়। নারীর কলরোল প্রকৃত সমুদ্রের চিলতে উর্মি। নারীতো সমুদ্র নয়। আমি ও মানুষ জানুক ভালোবাসা নারী নয় সমুদ্রও নয়। দূর পারানীর জনকে কখনো জিরিয়ে নিতে হয়। নারীর পর্বত শাশ্বত উচ্চতা নয়। দূরপারানীর জন সেখানে হেলে গিয়ে প্রকৃত পর্বতের কথা ভুলে যায় না। আমি ভালোবাসা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মানুষ বড়ো জ্ঞানপ্রবণ হয়ে উঠেছে। যে কোনো দ্বিধায় দ্বিধাহীন সেমিনারে ভরেছে পৃথিবী। হতে পারে, তাতেও হতে পারে। কিন্তু মানুষ জানুক ভালোবাসা ছাড়া সেমিনার কিছুই দেবে না! নারীর হাতে রচিত সমুদ্র নয়, ভালোবাসা নীরব এবং সমগ্রর। এক গভীর বিস্তৃত সমুদ্রে কোনো নারীর হাত সেখানে শাশ্বত হবে না। সেদিন মানুষের পাশের কালো

www.pathagar.com

নারী ঈর্ষায় ব্যথাতুর হয়ে কালো সমুদ্রের রহস্যকে ঘনিয়ে তুলবে। দূর পারানীর জন সে রহস্যের লোভে ভ্রুকুটি রেখে চলে যাবে।

চর্চা

একজন কবির মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটন হলো না। আমাদের অন্বেষা তৃপ্তি পেলে না যেন। একজন কবি অর্থ কিংবা নারীর ব্যর্থতার মতো 'তুচ্ছ-মহৎ' কারণ থেকে মৃত্যু বেছে হয়তো নিয়েছিলেন; অথবা এইসব 'তুচ্ছ- মহত্তর'র স্বরূপ বুঝতে পেরে কৌতুকে আনমনে হাসতে হাসতে ট্রামের সাথে ধাক্কা লেগে গেল- হতে পারে- হতে পারে, হতেই পারে না; এইরূপ অন্বেষার মধ্য দিয়ে একজন কবির মৃত্যু-কারণ জানতে চাইতে আমাদের কীরকম জীবন দাঁড়ালো- এমনকি কেন আমরা কবির মৃত্যুর কারণ খুঁজতে লেগেছি সেই- সব পর্যন্ত ভুলে যাই। 'অসম্ভব' 'না, না' 'জীবন বিমুখ তিনি নন' 'তার স্ত্রী' 'মাল্যবান...' আমাদের জীবন একজন কবির মৃত্যু-রহস্য বুঝতে গিয়ে, কেন বুঝতে গিয়ে সেটা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে মূর্খ হয়ে গেল।

অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতাগুলো আমরা সঞ্চয় করছি। বললেন যে, অভিজ্ঞতার অমূল্যতা বুঝতে হতে হবে। আমাদের নিরর্থক মুগ্ধতা না কাটে পর্যন্ত মুগ্ধতা ছাড়া কী করার থাকে। যখন কেটে যায় কাটতে বাধ্যতা ঘটে তখন কী যে অসহায়ত্ব। যারা অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন- কৌণিক চোখে দেখাদেখি হয়। কথা হলেও যন্ত্রের চাইতে কম অনুভূতি ব্যক্ত হয়। আর তারপর অভিজ্ঞতার স্খলিত গৌরবকে বোঝার মতো বহন করে নিয়ে নিরাপদ স্থানে আবার গৌরবের প্রতিষ্ঠা করে। আর অভিজ্ঞতার বিভ্রম কাটানো মানুষ কোথায় দাঁড়াবে বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত পায়ের মতো কোথায় যে যাবে! বিভ্রম কাটিয়ে আমি সহজ বেরিয়ে আসতে চাই। ব্যাংকার বললেন, কবিদেরকে বউরা পছন্দ করে না, তাদের আরো টাকা থাকা উচিৎ। লোকাল ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক বললেন, বাংলায় অনার্স মাস্টার্স করে বিয়ে করা কি ঠিক? শহরের কবি কিছু বললেন না, কিন্তু মনে ছিল: কোথায় বিয়ে করলি বাছা, কবিতা-টবিতা যাই লিখিস, অর্থনীতি বড় ফ্যাক্ট। ব্যাংকারের সাথে সম্পর্কের হেরফের, আমি একটি সঞ্চয় হিসাব তবু খুলতে চাই। দর্শনের অধ্যাপকের সুন্দর চেহারার পাশে একটি গাধার চেহারা দেখি। একটি চেহারা আমার সাথে অভিজ্ঞতার কথা বলতে চায়। গর্দভ চেহারাটি যেন গাভীর বর্জ্যের পর কুঁচকে যায়। কবি কিছু বলছেন না। কিন্তু মনে কিছু আছে। তিনি কিছু কথা বললে আমি আমার অভিজ্ঞতার কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে পারতাম।

মানবজীবন

মানুষের জীবন নিয়ে কতো কথা শুনি। যেন মানুষের জীবন এক মহত্তর মানবজীবন। কি করে যেন ছ্যাবলা মানুষের জীবন একটা তাৎপর্য পেয়ে গেল। যেন মহত্তর মানবজীবন! রেডিও টিভি চ্যানেল কোথাও মানুষের ব্যর্থ হবার মতো কিছু নেই- যদিও বা হয়, ডাক্তার, মাস্টার, যৌনবিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী এইসব তেঁদড় নানাবিধ করিৎকর্মারা ব্যবস্থাপত্র লিখে লিখে দেয়- আমার মা সে সব জানতেন না। তিনি ভাজিভুজি আর ডাল রাঁধতেন। শুক্রবার জুমা পড়তে পাঠাতেন। আর দুপুরে ক্লান্ত নাবিকের মতো বিশ্রাম নিতেন। রাত্রিরে কখনো মন ভাল থাকলে তাঁর মা'র কথা, কৈশোরের কথা, শৈশবে কি রকম সহজ বা কঠিন পৃথিবী ছিল, আর আল্লাহর কাছে কোন মুখে যাবেন সেই

www.pathagar.com

সব বিধুর আক্ষেপ-। বিবিসি'র বা ভোয়ার রেডিও যখন ভিয়েতনামের বোমার চাইতে বড় শব্দে স্টেশন হারিয়ে ফেলতো, মা, বাবার বিশ্ব সংবাদে সামান্য বিরক্ত হয়ে বলতেন, বন্ধ করো। মা'র মৃত্যুর পর বাবার বিশ্ব সংবাদে কান নেই। আমি কদাচ শুনি, আর তখনই- লেজুড় কাহিনী শুনতে শুনতে এই মহত্তর মানবজীবন এতো কুকুরের বিষ্ঠার মতো লাগে- রেডিও বন্ধ করতে ভুলে যাই- যেন আমার মৃত্যু হয়ে গেছে- এইসব পশ্চিমা প্রগতি আর প্রাচ্য অবিমৃশ্যতার চাইতে একজন নিরক্ষর মহিলার মৃত্যু অনেক তাৎপর্যময় মনে হতে হতে আমি মৃত্যু বা কুকুর বেড়াল হতে বেঁচে উঠি।

কবিতারা

শহরে

কাম্যুর ছেলেটি মা'র মৃত্যুদিন মনে করতে পারছে না

প্রাসাদের ভিড়ে আকাশ ভাঁজ হয়ে নিচে চেয়ে থাকে
সূর্যের টুকরো আলোয় হতাশ গাছগুলো আর বাতাস পছন্দ করে না
কয়েকটি মানুষ অহেতুক হাঁটবে সারাদিন
কিছু যুবক এসে কিছুই বললে না- গাছের পাতা ছিঁড়ে
ডাল ভেঙে বলছিল বা হেতু থাকা চাই
নারীরা বললো যে প্রসবের যন্ত্রণা ছাড়া স্মৃতি নেই
জামার ঝালরে চোরকাটা বাছা কীরকম?
একটি জনসমাবেশ থেকে একটি নেতা বার হয়ে
একজন অনুভূতির মতোই বললে, তার কিছুই সহ্য হচ্ছে না
জনতা টিয়ার গ্যাস ভাবলো, তা নয়

শহরে একদিন এইসব কথাগুলো সত্য সত্য বলাবলি হচ্ছিল
কাম্যুর ছেলেটি মা'র মৃত্যুদিন মনে করার চেষ্টা করছিল

সভ্যতা

দয়াল মিস্ত্রির মেয়ে পিতার কাঠ খোদাই দেখে ভাবে
একটি পুত্র সন্তানের মুখ মনে আনে
সেই ছেলে পিনদ্ধ ভঙ্গিতে ময়ূরপঙ্খী পালঙ্ক বানাতে থাকে
দয়াল মিস্ত্রির মেয়ে
সেই খাটে ঘুমুতে যাবার আগে সভ্যতার ফলে নগরে এসে গিয়েছিল

দয়াল মিস্ত্রি নেই তার খেলা ফুরিয়েছে
তার মেয়ে আপন গর্ভের ভেতর কারিগর সন্তানের হাত মৃত করে দেয়
সভ্যতার ঋণে তার সন্তানের জন্ম ক্রমাগত দেরি হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

দেখা

মানুষের অন্য কোথাও দেখা হোক প্রভু
সেখানে মা আছেন আর আমার কাঙ্খা জমেছে
ফারহানার ফ্রক ১৯৮৭ সাল রুমার চোখ রূপার হাতদুটি
এসব তুচ্ছ তুচ্ছ পাপকণা আর এসব পাপবোধের
আনন্দ- তাৎপর্য সমূহ- আর ভিন্ন ধর্মের সন্তোষ কাকা
কাকার ছোট মেয়ে রুমকি সরকার পিতার মৃত্যুর পর
বোবা হয়ে গেল

মানুষের সামর্থসহ এড়িয়ে যাওয়া তুচ্ছ তুচ্ছ বৃহৎ পাপগুলোর
একটি তাৎপর্যময় সমাপ্তি কিংবা সূচনা শুরু হোক অন্য কেথাও
সেখানে পৃথিবীলোকের মাতৃস্নেহ মায়ের ঘুম জেগে ওঠা
আমর মাতৃপৃথিবী...
পরস্ত্রীদের চোখের দ্বান্দ্বিক ধারাজলহীন
আর এই পৃথিবীতে সেই 'অসম্ভব সত্য বাস্তবতা' উপলব্ধির মনটুকু
মানুষের দাও
অথবা দেবে বলে
মৃত্যু অবধি তাকে সুসহ ধৈর্যের কোলে রেখো প্রভু
আমি ততোদিনে
একটি 'মহৎ' কবিতা লিখতে লিখতে কখোন মৃত্যুদিনের কাছে চলে যাব

শিরোনাম নেই

পুরাণ? পুরাণের অন্ধকার রাতে গল্প শুরু হলে
আমাদের তন্ময় প্রাণের কানে প্রশান্ত চোখ চোখের পাপড়ি বুঁজে রাখে
তারপর দেখা যায়, সেখানে শব্দ নেই, কান শুনলোনা বাস্তবাখ্যান;
গল্প- গল্প-
একদিন? একদিন জাগিয়ে দেয়া হলে
তর্কপ্রবণ যারা ক্রমে পন্ডিত জ্ঞানীর ভাঁড়ারে সভ্যতা- ক্রমবিবর্তন
লিখে নিশ্চিন্ত হলো; যারা সে সব নয়:
চোখে শব্দ কানে দৃশ্য শোনার স্মৃতি ভুললো না
তারা সে লুপ্ত শব্দের খোঁজে অন্ধ
বিলীন দৃশ্যের খোঁজে বধির হয়ে গেলো,
খ্রীষ্টপূর্বদিনে গ্রীক দার্শনিক
এই সব অন্ধ বধিরদের সীমানার প্রান্তে ফেলে দিয়েছিল
আজও তারা কোন পৃথিবীর পুরাণ রাষ্ট্র নাকি-

www.pathagar.com

পৃথিবীতে

কে তোমার নিবিড় করে নাম লিখেছিল নিজস্ব যোনির ভেতর
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার গেঁথে চোখে
সময়ের একই বিন্দুতে সমুদ্র ঝড় মরু ঊষর শীতের ভেতর
জীবন মৃত্যু লাস্য বিধুর হয়ে
সেই নিজস্ব যোনির ভেতর বিলোল পবিত্রর মত জল নেমে এসে
সময়ের একই বিন্দুতে ব্রহ্মাণ্ডের সমূহ দ্বিধার পাথর ধুয়ে দিয়ে গেছে
আমি নয় তুমি নয়

কে তোমার নিবিড় করে নাম লিখেছিল নিজস্ব ঝড়ের ভেতর
মহালোকে আলোর সমুদ্র গেঁথে চোখে
সময়ের একই বিন্দুতে সমুদ্র ঝড় মরু ঊষর শীতের ভেতর
জীবন মৃত্যু লাস্য বিধুর হয়ে
সেই নিজস্ব ঝড়ের ভেতর অন্ধ নির্ঝরের মত সমুদ্র নেমে এসে
সময়ের একই বিন্দুতে মহাসময়ের দিকে ভাসিয়ে নিয়েছে
আমি না তুমি না

সীমিত বিবর্তবাদের পৃথিবীতে অগণন গ্রন্থ জুড়ে এই একটি পৃষ্ঠা নেই

প্রাক্ ইতিহাস

পুরাকাহিনী
আমাকে তুমি মনে রেখেছিলে

প্রাক ইতিহাস মায়ার মতো লাগে
লতাগুল্মের ছায়ার ভেতর পাখি
অবিশ্রান্ত জলের মতো ডেকে
জন জীবনের দুইটি চোখের খোঁজে
আপন আলোর দৃষ্টি হারিয়েছিল

আমাকে তুমি ভুলতে পেরেছিলে

শহরের ত্বকে স্নোমাখা দিনগুলো
কোথা হতে এক সুরের নদী এসে
মাঝির ঘাটের পীচমাখা পথ জুড়ে
অমর্ত্যলোক নৌকা ভাসাতে গিয়ে
নগরকাঠামো আমূল ডুবিয়েছিল

আমাকে তুমি মনে রেখেছিলে

আজ মনে মনে দোলাচল তোলে ঢেউ

www.pathagar.com

পাথরের মনে মৃত ইতিহাস কাঁদলো
মনে মনে রূঢ় অতীত হয়েছো তুমি
আমাকে নিয়েছে অগাধ ভবিষ্যত

লোকগীতি
তোমাকে আমি মনে রেখেছিলাম

সেই সময়ের অহংকারের ভেতর
কিরূপ একটি অচিন পাখির ডানা
আমার কণ্ঠে দুরবগাহের গান
কোন অলসে বাজিয়ে গিয়েছিল
সেই অলক্ষ্য আবার হারিয়েছিলাম

তোমাকে আমি ভুলতে পেরেছিলাম

শহরের ত্বকে স্নোমাখা দিনগুলো
কোথা হতে এলো কার অভিমান মাখা
কোন অলক্ষ্য মাঝির ঘাটের পথে
অমর্ত্যলোক নৌকো ভিড়িয়েছিল
ভাসতে গিয়ে আমূল ডুবিয়াছিলাম

তোমাকে আমি মনে রেখেছিলাম

আজ মনে খুঁজি সেই পাখিটার ডানা
সময়ের কোনো শুভ ভবিষ্য নেই
সুদূরের গান কণ্ঠলগ্নহীন
অতীত যেন বা ছবিতে গুণ টানা

শূন্য হয়ে থাকা

শঙ্খে সমুদ্র শুনে তুই নদী কতোবার মৃত্যু হতে চাস
ততোবার বেঁচে উঠবি অসংখ্য মৃত্যুর মতো দুখে
এই হতে চলবে অনন্তকাল
অনাদি সুখ দুখ কিছুই তোর সীমার মধ্যে নেই

দু হাত মুক্ত করে পৃথিবীর ভার ফেলে দে
কালের রঙের মতো অদৃশ্য আবছায়া শরীরে জড়িয়ে
যেখানে নদী নেই শঙ্খ নেই সমুদ্রের হাতছানি নেই
সেখানে আপনার মন সমুদ্র হয়ে যায়

সেখানে মহাকাল
শঙ্খ ফেলে নির্দ্বিধ কালের মনের মতো শুয়ে থাক

www.pathagar.com

নাম

একটি ট্রেন তার হুইসেল শোনা যায়
তার দিক নেই যেন অনন্তে যাবে,
একটি মুখ যার চোখের আলো দেখা যায়
তার গন্তব্য নেই
যেন অন্ধকার চেতনার সমস্ত ভালো প্রেম সে নেবে,
সমস্ত ভালো প্রেমের আলো
যে নিয়েছে তার কোনো নাম নেই;
একটি মেয়ের নাম ফারহানা
সে যেন বা সেই ট্রেন কিন্তু সে হালিশহর যাবে
একটি মেয়েকে আমি ফারহানা বলি
কিন্তু তার চোখ শহর এলাকা বাস চেনে
প্রকৃত নারীর নাম কি তবে

বৈরিতা

তুমি আসলেই সহজ রঙের দিন
পাতালে আকাশ উড়ে যায় উড্ডীন
চোখের পাতায় মৃত্যুর উৎসব
আকাশে ওড়াও আমাদের মৃত শব
তুমি আহা তুমি সৃষ্টির বৈরিতা
একটি মনে অনেক মনের পা
তুমি আসবেই তোমাকে চেয়েছে কে
ও বৈরিতা এবার মুক্তি দে

আমি একা একা একা
মৃত হোক মন-পথ-যাত্রার ত্রিমাত্রি বৈরিতা
তুমি আসলেই মৃত্যুমুগ্ধ দিন
অন্ধ পাতালে লেখা হয় শুধু মৃত মরা সঙ্গিন
বিপ্রতীপ জল হাজার গন্ধ চোখ
লাস্য বিধুরে একাকার আহা উৎসব শব শোক
তোমাকে চেয়েছি তোমাকে এনেছে কে
ও বৈরিতা এবার ফিরিয়ে নে

উনুন থেকে ধোঁয়া

তোমার মৌন হাতের তাপে
আমাদের ঘুম ভেঙেছিল মা

www.pathagar.com

তুমি কোন হাওয়ার উৎসে থাকো
আকাশের প্রান্ত খোলা তীরে

সেখানে কার সংসার মা
আমাদের উনুন থেকে ধোঁয়া
হাড়িতে শাকান্ন উৎসব
তুমি তার গন্ধ পেতে পারো

এই পলাশ গাছের ফাঁকে
আকাশের বয়স দেখা যায়
আকাশের বয়স হল কতো
সেখানে আমার মা'র ঘুম

সেই ঘুম হাওয়ার উৎসে গেছে
ফিরে আসে দৃশ্যবিহীন স্নেহে
আমাদের বিপন্ন সংসার
ভুলে যায় মরুর ঝড় দুপুর

ফিরে পাই মৌন বিধুর মায়া
তবু নেই মা সেখানে নেই
আকাশের বয়স হল কতো
এই পলাশ গাছের ফাঁকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ময়ুখ চৌধুরী

পাললিক কষ্ট

কালো আঙুরের মতো এক যুগ ধ'রে ঝুলে আছে
একগুচ্ছ অপমান; - স্নায়ুর উদ্যান ব্যাবিলন।
কোথায় শিকড় তার! অবিরাম শুধু ঝুলে- থাকা।
জমাট বেঁধেছে চোখে- দৃশ্যমান,- অবাস্তব মন।

হিমেল বাতাস লেগে রাতের দোদুল্যমান লতা,-
তার নিচে রাত্রি জাগে, জিরাফের মৌন কিছু কথা।
দু:খের মোহর আঁকা গ্রীবার উত্থান খোঁজে ভাষা,
কালো আঙুরের রক্তে জমেছে মাতাল নীরবতা।

বারোটি বছর ধরে একটানা প্রবাহিত রাত,
নিয়তির মতো স্থির চারিদিকে অনড় পাথর।
রাতের পাথর ঠেলে কোনদিকে যাওয়া যায় তবে!
মুখ ফেরাতেই কালো আঙুরের লতা থরথর।
নীরব ডিমের মধ্যে ছটফট কথার পাখিটি
পাললিক অন্ধকারে একদিন নির্ঘাত ফসিল হয়ে যাবে।
পাললিক অন্ধকারে কথার ফসিল; - তার টানে
কালো আঙুরের রক্ত দুলে ওঠে তীব্র অপমানে।

স্বপন দত্ত

হারানো দিনের গল্প

ঘুমিয়ে আছে, স্বপ্ন দেখছে ঘুমের মাঝে। নাহ্, কেউ
জেগে নেই। কব্জি ডুবিয়ে নিদ্রাপানে মগ্ন সবাই।

এক যে ছিলো রাজা, সে খেতো গজা, টুনটুনিতে
টুন্‌টুনালো, তার নাকটি গেলো কাটা।...
নাক কাটা রাজারে, গজা কেমন মজারে!

গল্পটা ঠিক যেনো এ রকমই। কিন্তু কে আর
শোনে এসব:
সেই যে একটা দিন এসেছিলো, শিকল ছেঁড়ার

www.pathagar.com

মৌসুমকে নিয়ে, ভোলা যায় না, ভোলা যায় না,

না-আ-আ বাজে না, ঝন ঝন বাজে না, বাজে না!
না-আ-আ কাঁদে না, ঘরে কেউ কাঁদে না, খোকা-
খুকু কাঁদে না, কারখানায় কাঁদে না, চা-বাগানে
কাঁদে না, মাঠে-ঘাটে কাঁদে না, কেউ কোথা
কাঁদে না, না না কাঁদে না!

কী বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি, তা না-হবারই কথা।
ঘটনাটা এখন সে-ই নাক কাটা রাজার গল্পের
মতোই,
নাকের বদলে নরুণ পেলাম তাক ডুমা ডুম ডুম।

কালঘুম, আহারে কব্জি ডোবানো কাল ঘুম।
গণতন্ত্রের হাওয়াগাড়িতে হাওয়া খাবে বলে
হুড়মুড় হুড়মুড় চেপেছিলো সবাই,
কেউ জানে না কোন্ স্টেশন থেকে কখন সঙ্গী
হয়েছে ওই ওরা-শ্রী শ্রী দু'কান কাটা,
ঢুকেছিলো সুঁচ কিন্তু বেরিয়ে এসেছে ফাল্
হয়ে,
মানুষগুলো যাত্রাপথে মশগুল খোশ গল্পে
আসন নিয়ে বাসন নিয়ে টানাটানি ঠেলাঠেলি।
এ ওকে নামায়, সে তাকে বসায়, জনপথ ছেড়ে
অলিগলি, অলিগলি ফেলে জনপথ, তারপর
অলিগলি-জনপথ-অলিগলি-কানাগলি ভোঁ চক্কর!

শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের হাওয়াগাড়ি এখন কোথায়
চলেছে খেয়াল নেই কারো।

ফাউজুল কবির

আকাশ-গল্পের স্বপ্ন

পাথর মধুর শোকে জীবনের মতো শুয়ে আছে
দুটি সাদা বালিহাঁস মুগ্ধ করে সন্ধ্যার আকাশ
উড়ে উড়ে চলে গেলো বহুদূর নীলাক্ষির কাছে
ডানার রুমাল থেকে ছুঁড়ে দিলো অদ্ভুত বিশ্বাস:

কেবল পাখিরা নয় মানুষও ঝরায় পালক
বদলায় জন্মের জামা বয়সের ফ্রেম, ভালোবাসা

www.pathagar.com

মানুষও মেলে পাখা রাখে স্মৃতি, শ্রুতির স্মারক
কখনো বা পাথরের মুখে আঁকে জীবন্ত নিরাশা।

পাথরেরা সুখে আছে মানুষের গল্প শুনে শুনে
গল্পের ভেতরে থাকে উপকথা, প্রাচীন কষ্টের
পাথর এসব জানে, আর জানে বিজ্ঞ বালিহাঁস
তাই তারা পর্যটনে যায়, খড়-কুটো তুলে আনে
ঠোঁটে, বানায় আবাস দেখে স্বপ্ন আকাশ-গল্পের
অথচ, মানুষ শুধু ভাঙে চোখ লেখে পরিহাস

www.pathagar.com

মোরশেদুল আলম

অধিব্যক্তিক

ঠোঁট চুইয়ে আসে নৈঃশব্দ

পঠন

'কবি'। পঙতিটি মাত্র পড়েই ভাল লাগার মতন সুন্দর। এমনিতে তিরিয়ে তিরিয়ে পড়ার অভ্যেস, কিন্তু এটিতে কেন জানি হল না। পাঠককে এরকম পরিবর্তন করে দেয়া কি উপন্যাসের পক্ষে ভাল- কী জানি।

তারাশঙ্কর শুরুটাই করেছেন সুন্দর। প্রথম লাইনেই চমক আছে। অবশ্য ছোটগল্পের চমক উপন্যাসে কেন, তা-ই বুঝিনি। বলা নেই- কওয়া নেই- কোথাকার কোন ডাকাতের ছেলে কবি হয়ে গেল। শুরুর আগে একরকম গোছগাছ করার প্রয়োজন তিনি মনে করেন নি। তাঁর কালের তো অন্য এমন কাউকে জানি না- অন্তত আমার পড়ুয়া বন্ধুদের কাছে শুনিনি। তবুও, এরকমটি ভাল লেগেছে। চমৎকার মনে হয়েছে প্রথম পঙতিটি পড়ে,...

পড়েছি, প্রথম জীবনে তারাশঙ্কর কবিতা লিখতেন। 'কবি' উপন্যাসটিতে কবিয়াল নিতাই চরণের জন্য রচিত পদ্য/গান গুলো পড়ে তাঁর কবিত্ব জেনেছি; *'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?'*- ভাল লেগেছে। অথচ 'কবি' বইটির গদ্যের অবয়বে কোথাও কোন কবিত্বের ছোঁয়াছ নেই। এটি কেমন হল? সমালোচনা তত্ত্বের বিশেষ ভঙ্গিতে হয়তো বুঝতে পারিনি। কিন্তু মনে হয়েছে এই অভাবটির জন্যই তারাশঙ্করের এই গদ্যে টান টান কোন সুর নেই। টান যেটি আছে, সেটি গল্পের, লেখক তাই আমাকে কোথাও দাঁড়াতে দেননি। বর্ণনা এতটুকু বেশী কোথাও নেই যে, পড়তে পড়তে ওখানে বসে একটু ভাববো- মিলিয়ে নেব নিজের সাথে। বিভূতি বাবুর **'পথের পাচাঁলী'** তে যেমন হয়েছে; অপুর সাথে বনে-বাঁদারে ছুটতে ছুটতে ঘেঁটু ফুলের তীব্র গন্ধ নাকে লাগে- উঠোনে দাঁড়িয়ে দূরের পুরোনো বটগাছ দেখে মনে হয়, ওইখানে বুঝি দেওদানবরা থাকে- এরকম। এখানকার বিলম্বিত- ধীর তালটি **'কবি'**তে পাইনি। তাই তারাশঙ্করের পরিচিত নিতাই চরণ, কোন কবিয়ালের গল্পটি শুধু বেশ ভাল লাগে।

সেদিন **'কবি'**র গল্প বলতে গিয়ে বারবার বেঁধে যাচ্ছিলাম। নিজের কাছেই খুঁত খুঁত লাগছিল, এরই মধ্যে ভুলে যাওয়া! তা'লে কি স্মৃতির তরলে গল্পের ঢেউ মিলিয়ে যাচ্ছে সহসা? তবুও বন্ধুদের একজনের পড়া ছিল বলে রক্ষা।

গ্রাম্য মেলা- পেট্রোমেক্স আলো- নিতাইচরণ কবি হয়ে গেল। কবিতা সে আগেও বেঁধেছে। মনে মনে। কিন্তু তার উন্মীলনের জন্য এরকম একটি প্রতিবেশের প্রয়োজন ছিল। মেলা থেকে ফিরতে ফিরতে কবি'র গানের অনুরণন নিয়ে ফিরেছে প্রত্যেকেই।... ঠাকুরঝি তো আকাশ থেকে পড়েছে। নিতাই'র বন্ধু রাজা, ষ্টেশনে চাকুরী করে। তারই বিবাহিত শ্যালিকা ঠাকুরঝি, শ্যামল বরণ। ঠাকুরঝি তার নাম নয়, রাজার সুবাদে নিতাইও ঠাকুরঝি বলে ডাকে। ওকে কবির ভাললাগে, বরণ ছাপিয়ে যায় ভালবাসা। তাই সে চয়ন করে- 'ও আমার মনের মানুষ গো.. এখানেই তারাশঙ্কর তাঁর কবি'কে প্রকৃতি করে তৈরী করেন, যে কবি জীবনকে উপলব্ধি করতে করতে কবি

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে।

'কবি অথবা দম্ভিত অপুরুষ'- হুমায়ুন আজাদের সাম্প্রতিক উপন্যাস। হুমায়ুন আজাদের নিজের মন্তব্য হচ্ছে, তিনিই প্রথম বাঙলা উপন্যাসে একজন আধুনিক কবিকে উপস্থাপন করেছেন। এই 'আধুনিক কবি' জীবনকে রূপায়িত করে প্রতিষ্ঠান (পরিবার) বিরোধী আচরণে। প্রেমের প্রগলভতায় 'আধুনিক কবি' বিবাহ প্রথায় নারাজ। উপন্যাসব্যাপে কবি'র যাপন প্রক্রিয়াটি আলোচিত হয়েছে প্রবলভাবে। ফলে, চরিত্রটির আধুনিক আচরণ ছাপিয়ে যায় তার কবিতার আধুনিকতাকে। এই প্রেক্ষিতে তাই, আমার মনে হচ্ছে, তারাশঙ্করের নিতাই চরণ অনেক বেশী স্বত:স্ফুর্ত, কবিয়াল হয়েও কবি।

আমাকে গল্পে পেয়েছে, কবি'র পরম্পরা দেখতে আমি পাগলা ঘোড়া। আমার পা টপকে যাচ্ছে গল্পের পঙক্তি। নিতাই নিজস্ব নৈতিকতার সাথে মনের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে মিথষ্ক্রিয়ায় মেতে আছে। যাকে সে ভালবাসে, সে ঠাকুরঝি অন্যের ভার্যা। 'মনের মানুষ'টিকে তাই তার পথ সহজ করে দিতে নিতাই সরে পড়ে দূরে - যোগ দেয় ঝুমুর গানের দলে। কবি'র এই নৈতিকতা আরো কিয়ৎদূর প্রলম্বিত। তাই সে সহজ হতে পারে না বসন্তের সাথে- ঝুমুর দলের নারী, যে কিনা জীবনকে ঠুনকো করে দেখে- আচরণকে খেয়ালী করে তোলে। নিতাই বুঝতে পারে, বসন্ত ভাল শিল্পী- নন্দন কর্মী, কিন্তু যাপনে তার সেই নান্দনিকতা কোথায়! নিতাই নিজেও যেমন গানের শিল্পী-কবিয়াল, আচরণেও তেমন কবি; নিজেকে যখন কেউ কপিবর *(হনুমান)* বলে তখন আত্মমর্যাদায় লাগে, আহত হয়। *(আর আমার মনে পড়ে যায় হুমায়ুন আজাদের কথা)*। কিন্তু সে স্থির থাকতে পারে না। বসন্তের কঠিন অসুখের কাছে সে দুর্বল হয়ে পড়ে- ভেতরে জন্ম নেয় অন্য রকম নৈতিকতা- বোধের মোচড়। নিতাই তাই বসন্তকে মনের কাছে নিয়ে আসে।

বুঝতে পারি, তারাশঙ্কর মনস্তত্ত্বের ক্রীড়া করেন।

তবুও শেষ পর্যন্ত নিতাই পরাজিত। সাধারণের বায়বীয় গ্রাহ্যতা তার শিল্পকে উপেক্ষা করে, ঝুমুর দলের জনপ্রিয়তা রক্ষা করতে গিয়ে তাকে 'খেউড়' গান গাইতে হয়। সুস্থতায় তার কথা অশ্লীল হতে চায়না মদ খেয়ে তাই অস্থির করে তোলে মস্তিষ্কের অণুকণাকে। ভাবি, নিতাই'র এই নৈতিক পরাজয়-ই আমাদের নাগর কবিকে আইডেনটিটি দেয়- আধুনিক করে তোলে।

উপন্যাসের শেষটিতে নিতাই সবটুকু হারিয়ে বসে, তার বোধ-বসন্ত এবঙ 'মনের মানুষ'টিকেও। এরকম সমাপ্তিতে শেষ করার স্বস্তি আছে। কিন্তু আমি কি কেবল গল্পটি পড়তে বসেছি! সমাজের আপাত: তলার মানুষ গুলোর জীবন চর্চা- উপাদান প্রাচুর্যতার জন্য তারাশঙ্কর অনেকের কাছেই প্রশংসিত। কিন্তু আমি বুঝতে চেয়েছি নিতাই'র বোধের গন্তব্যটি কোথায়- তার পরাজয় তাকে আদৌ কতটুকু ক্লান্ত করে।

তবুও গল্পের শেষটি সুরের মতন বাজে- *'জীবন এত ছোট কেনে... জীবন এত ছোট কেনে...'*

নৈঃশব্দ

কথা, বলতে বলতে ঠোঁট চুইয়ে আসে নৈঃশব্দ। আমি এই নৈঃশব্দকে ভালবাসার কাছে পাই। পড়াশোনা, আমাকে এদের যুগ্মতা'র কথা শুনিয়েছে। অথচ বৈপরীত্য-ই, আমার বোধের কাছে প্রতিদিনের জন্য দুপুর।

জীবন এত ছোট কেনে...

www.pathagar.com

উফ! আমি কোন কথা দিয়ে পঙক্তি'র নৈঃশব্দ বুঝবো। কথা- সে কতটুকুই কথা কইতে পারে! যেইখানে বুঝি; যেমন, জোছনা বুঝি- *'হৃদয়ে হৃদয়ে তার অস্তিত্ব আনে'*, সেইখানে 'কথা' তাকে কতটুকু নিয়ে যায়। তাই কথায় পঙক্তি বুঝি, অনুরণন বুঝি নৈ:শব্দে।

হয়েছিল কি, জোছনা ছিল কিনা জানিনা- এরকম একটি রাতে দেউরীতে ঘুমিয়ে আছি। বালিশের পাশে সরসর একটি শব্দ আমাকে চেতন করে দিয়েছে। বিছানায় উঠে বসে আঁধারের পাঠ বুঝিনি। এখন আর জানিও না যে, আঁধারেই কেন বিছানার এ'ও'পাশ হাতড়ে চায়নি। আলো জ্বেলে সাপটাকে দেখি তারপর। শুভাকাঙ্খীরা সরীসৃপের স্পর্ধা বুঝিয়ে দিতে সচেষ্ট হলে, সবার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাকে সে অনিয়ম দেখিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যায়।

বাবা বলেছে,
শোন, ব্যাপারটা যেন আর কাউকে জানাসনে।
কিন্তু কেন!
জানি না রে..

অযৌক্তিক নৈঃশব্দ দিয়ে, বোধ করি, বাবা বুঝেছিল কোন অধিশব্দকে।
আমি তাঁর ভালবাসা আর কোন নৈঃশব্দে শুধবো।

কবিতারা

ঘরানা কথা

ক'জোড়া চোখের প্রাণে বৌদ্ধ প্রশ্নগুলো কাঙখা আনে — প্রাথমিক খোঁজ
পথের বিপুলে কোথায় জলের প্রপাত নদীর কলোল জানে? — কোনখানে ন্যুজ
আমরা জলের খোঁজে মেধাকে রূপিয়ে তুলি পড়নে পাঠে — চোখের পাথর
চারণ মনের কাছে দু'ফোঁটা রোদন ওঠে প্রার্থনাতে। — জল তারপর
প্রাণেতে চোখেতে বুঝে পদ্যে শিল্পে ক'টি আঙুল বাড়াই, — পথের চয়ন

www.pathagar.com

আমাদের ঘরানায় আমরা ক'জন
কাব্যে- যাপনে;
নন্দনে- নৈতিকতায়।

আপনার জোনাকি মাতে

হেইদিন মনে আছে মাঝি; তুমি ছিলা,
পদ্মার গতরে আছিলো যোয়ানকি গন্ধ;
কয়েছিলাম একবার নিবানি তুলি নায়েতে তোমার
কতদূর হাঁটিত পার দেখিতাম চেয়ে।

ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে,
কোনদিন আসিবেন বন্ধু ক'য়া যাও
ক'য়া যাওরে।
পার ভাঙি পাড় গড়ে- পিরিতির টান,
পাড়েতে গাঙেতে নতুন ঢলাঢলি সুখ,
জোয়ার ভাটাতে গেছে জোছনা সময়।

আপনার জোনাকি মাতে-
কার ঘায়ে ভাঙিতাম আমি বুকের মৃন্ময়।

পাঁজর ভাঙা জলের কলস উপুড় হয়ে আছে

পাঁজর ভাঙা জলের কলস উপুড় হয়ে আছে
কোন সোহাগে জলজ পাখী উড়াল দিলে পাছে!
পড়তে কেন ভুল করেছো পঙক্তি-আয়তন
শব্দগুলো আকাশ ছিলো-এক আকাশের মন।
আড়াল থেকে বুঝলো না যে শঙ্খ-কারুকাজ
তার কপালে ভাঙুক সোহাগ-ভিন পুরুষের লাজ।
আকাশ ছিলো নীরব চেয়ে- এই বুঝি তার দোষ
তুই সোহাগী তেমন ভাষা বুঝার পাখী নোস্।
আকাশটা তাই বন্ধ দুয়ার- নীল মেঘেদের কাছে
পাঁজর ভাঙা জলের কলস উপুড় হয়ে আছে।

গান

একজন বৃক্ষের কাছে
এক জোড়া পাতার ভেতর
একখানা ভাঁজ করা কাগজ আছে- একখানা মন-
ট্রাংকের তল থেকে খুঁজে নেয়া একখানা পুরানা ব্যাপার।

www.pathagar.com

এক জোড়া পাতা কি তবে বৃক্ষ- পাঁজর!

'সেই চিঠি খুঁজে পেলাম- কাঁপা হাতে সেই লেখা।'
শুক্রা'র সুরে দেখো আমাদের তান
আমাদের সময়গুলো অতীতে এমনি ছিলো বেদনার গান।

জ্যোতিষ্ শরম

পাখীর মতন পরমায়ু: হেঁটে যায়, পার হয় বেলা।
পালঙ্ক খসানো দুপুরে
পাখীটা পেছনে তাকায়- দেখে, কতটুকু নন্দনে আলোকিত জীবনের রোদ।

মাছেরা প্রকার মতন সঙসারে গড়েছে মেলা-
খাচ্ছে-দাচ্ছে, গোসল করছে...
পাখীটা ভাবুক বলে
অগোছালো চুলে তার প্রজাপতি করেনি খেলা।

অথচ এমনো ছিলো, পাখীটাও একসময় ভাসতো জলে-
নারীটাও মিষ্টি হেসে কবিতাতে ওড়াতো ডানা।

পরমায়ু: হেঁটে গেছে পাখীর মতন। সরগমের নরোম তালে
তুমি যে নাচিছো কোথায় জ্যামিতিক জ্যোতিষ্শরম।

খিড়কিতে আধাবেলা আলাপের সুর

খিড়কিটা খোলা থাকলে, সুখেরা মনের নীলে
স্বাভাবিক মেলে রাখে পাখা।
প্রতিদিন আধাদিন এইভাবে কেটে যায় বেলা।
খিড়কিটা খোলা থাকে, তবু শুধু
সুখেদের ওড়াওড়ি আধাটা বেলা।

সকালের রোদ্রটি পা খুলে বসে পড়ে মেঝে।

ও'পাশে দোতলা ছাতের চুলখোলা সুরুজটি,
রোদখোলা সুরুজটি নেমে পড়ে;
আধাদিন আলাপের সুর টানা শেষ হতে-
নেমে পড়ে-রোদ্রটি খোঁপায় বেঁধে।

পাজামা পরণে সকলে পাঞ্জাবী কিম্বা সাদা শার্ট

এরি মধ্যে মৃত্যুর পোশাকে আমার একটা সোয়াস্তি এসে গেছে।

www.pathagar.com

নদীরা খুলতে পারে না যেমন নিজেদের রঙ, সাদারা মিলে
আমারই মনের মাটি এরকম ভিজিয়ে রাখে।
পাজামা পরণে থাকলে পাঞ্জাবী কিম্বা সাদা শার্ট- মনে হয়
নিখুঁত এ রঙই কেবল আমাকে নরোম করে আকাশের দিকে।

মা'র যেমন কথা- না এভাবে তুই ভাবতে পারিস নে খোকা।

খোকার ভাবনা নিয়ে শঙ্কার ছায়াটা কেমন খেলা করে মায়ের বুকে।
উনি তো এমনও করেন
নীল দিয়ে ধুয়ে রাখেন প্রভৃতি কাপড়।

অথচ রঙেরা তেমন আমার এ মনের ভেতর হয় না রঙিন।

মেঘেরা দু:খ হলে

আকাশটা সারাদিন রিমঝিম ঝরে গেছে পলিদের কোলে।

অনেকেরে এমন দেখি,
ভিজতে চায় না কেউ-ই
কারো কারো সাশ্রয়ী ছাতাতেই আশ্রয়।
আমি শুধু নিরালম্ব-এক আকাশ মেঘেদের নিয়মিত নিচে।

মেঘেরা দু:খ হলে, দু:খরাও এক রকম ভিজিয়ে দিতে জানে।

মনে আছে! আঙ্গুলের কপোলে রেখে বৃষ্টির ছাট
তোমাকে ভিজিয়ে দিতে- কতদিন নিজেই গেছি অতলে ডুবে।

কিছু কিছু দু:খতে এরকম সুখ বোধ হয়।

মুখোমুখি বসিবার

আলগা মাটি এই বর্ষায় ধুয়ে নেব,
শিলাটির মুখ খুলে দেবে মনে, ধুলো।
আগ্নেয় কোণে জল ভর করো চোখ
মুঠো মেলে দেবে বাহুতে আঙুলিগুলো।

কৃষ্ণপর্ব শেষ করে গেছে পিতা
প্রাচীন পঙক্তি ও'ঠোঁটে রেখো না আর
সামন্ত প্রেম অভিমানে নাকি বাঁচে-
পূজো করা ভুল নীল রঙ দেবতার।

তুষারে ঢেকেছে প্রাক্তন সোনা রোদ,
ইতিহাস পাঠ: সাদা চোখ বৈষ্ণবী

www.pathagar.com

আমার দেখাটি গূঢ় অনুকণা খোঁজে
বুঝি তাই নই চর্যাপদের কবি।

পুরানের দ্যুতি ছড়াবো না কোন প্রাণে
আমরা হবো 'মুখোমুখি বসিবার'
কারো হতে কিছু কেউ নই, জানি
পূজো করা ভুল নীল রঙ দেবতার।

বুধবার

তেতুল রঙের আসবাবগুলো চেতন রেখেছে অতীত,
আমাদের ঘরে বেদনাটা যেন নিঃশব্দ পরিপাটি,
গোছানো শয্যা বিগত কতক বছর গুচ্ছের মায়া।

তবুও যে বুধবার,

পেয়ালা-পিরিচে এইদিন ছিলো মৃদু হাওয়া আলূলিত,
আমাদের চা'য়ে চুমুক দিয়েছে একজন প্রজাপতি,
এবার কেটেছি বিদর্ভ বুকে
নীল রঙ ক'টি আল্।

আমার এ কুঠির শিল্প হয়েছে রোদ্দুরে গতকাল।

পড়শী যেন চোখ মেলোনা

দোরগুলো সব আলোর সড়ক, আলোয় গড়া শহর-নগর
নিবিয়ে তবু আলো,
ঘরটা জ্বলুক অন্ধকারে, আঁধার রাজ্যে রাজ্য বাড়ুক
আমার জ্বলুক কালো।

নৈশব্দের শহর আমার- আঁধার রাজ্য- আঁধার রাজার;
কে বাড়ালো নদী!
জলের শব্দে ঘুম এলো না- পড়শী যেন চোখ মেলো না-
আলোয় নিরবধি।

পড়শী যেন চোখ মেলো না- আমার ভেতর আমার আসন
সব হারাবো সবি,
তবুও আলোয় ভরিয়ে দিলে দেয়ালগুলি; তবুও প্রিয়
কে তুমি বিপ্লবী।

www.pathagar.com

আল আরাফাত

অধিব্যক্তিক

কাহিনী শোনার সন্ধা

হারানো কড়িগুলো

ভর দুপুরে রথের মেলায় নওল কিশোর
ঝুমঝুমিটার কেমন সুরে ছিলাম বিভোর
একটি হিরের কড়ি ছিল আমার কাছে
রুপোর একটি কড়ি ছিল হারিয়ে গেছে...

দুপুরগুলো যে কী; মন মাঝে-মধ্যেই হারাতে চায়, অনেকটা অপু'র মত। যেন ট্রেন আসছে, দুপুরটা একটা বড়ো রেল লাইন- অপু আর দুর্গা ছুটে আসছে দূর থেকে ট্রেন দেখার জন্য। ট্রেনটা হল ওদের কাছে একটা স্বপ্নের শহর। অপু যেদিন প্রথম ট্রেন স্পর্শ করেছিল, সেদিনটার কথা মনে হয়। সে যেন দুপুরকেই স্পর্শ করেছিল তখন- আমি বুঝতে পারি। দুপুরগুলো যে কী; মন মাঝে-মধ্যেই হারাতে চায়, অনুর পাঠশালার অনু'র মত অনেকটা, একদিন দুপুর যাকে ডাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে নেয়, তারপর বেরিয়ে যায় সে দুপুরের উদ্দেশে, দুপুরের পৃথিবীতে। দুপুর আমাকেও ডাকছে, আমিও কি বেরুব হারানো কড়িগুলির খোঁজে, ঝুমঝুমির কেমন সুরে মোহিত হয়ে বসে থাকতে থাকতে যেসব কড়িগুলি আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম একদা, শুখান দীঘির রথের মেলায়, সেই কোন এক কালে!

প্রাক-ইতিহাস

মেয়েটি হাসল। পারসি কবির মত তার জামায় অসংখ্য পকেট। প্রতিটি পকেটে এক লক্ষ বিকেল মৌনতা নিয়ে বসে আছে। মেয়েটি একটি একটি করে বিকেল বের করে নিয়ে তশতরিতে সাজালো। আমি বললাম, কাহিনীটা শেষ করো। সে বলতে শুরু করল, 'তারপর... সে এক ভীষণ কাহিনী; মহারাজ মারা গেল, রাজপুত্র রাজা হল, দুই দেশেতে যুদ্ধ হল, তারপর..' আমি একলক্ষ তারপরের ভিতরে ডুবে রইলাম সেই প্রহর। মেয়েটির কাহিনী কখনো শেষ হবার নয়। এক হাজার এক রাত্রি তার কাহিনী চলতে থাকবে। অথচ বিকেলটা ফুরিয়ে আসছে ঠিক।

বিকেল

বাড়ি থেকে বের হতেই বিকেলের কমলা রোদ্দুর চোখে-মুখে আছড়ে পড়ে। উষ্ণতায় চোখ বুজে আসে। জিনসের ছোট ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে অমি হাঁটতে থাকে, খুব আস্তে আস্তে। যেন এই আশ্চর্য রোদ্দুরে পূর্ণ বিকেলটিকে সে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে পারে- হাত গলিয়ে বেরিয়ে না যায়।

www.pathagar.com

কুয়াশা

উঠোনে আম গাছটার উপরে একটা হলুদ পাখী এসে বসলো সন্তর্পনে। তারপরে টুপ করে ঢুকে পড়লো নিজস্ব বাসায়। চোখের মধ্যে শতাব্দীকালের কুয়াশার আস্তরণ। অমি সরাতে চেষ্টা করছে কুয়াশাগুলি, পারছে না।

বকশিবিটের পাখীরা

বকশিবিটের মোড়ে একটা ঝাঁকড়া আমগাছ আছে। ওর নীচে সবসময়ই অন্ধকার, তারপরে কাঁটাতার। কাঁটাতারের ওপাশে হলুদ দোতলা পুলিশ বিট। মাসুদ আর অমি সোডিয়াম লাইটের হলুদ আলোতে পা ডুবিয়ে আমগাছটার ছায়া মাড়িয়ে ক্রমশই দূরে সরে আসছে। সন্ধ্যা হলেই আম গাছটার উপরে অসংখ্য পাখী হামলে পড়ে তীক্ষ্ণ চেঁচামেচি শুরু করে প্রতিদিন। এখন- এই এতদূর থেকেও পাখীগুলোর চিৎকার শ্রুতিতে এসে বিঁধছে- বুঝি বধির হয়ে যায় ওরা। কী যে হয় পাখীগুলোর এই সময়ে! অমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকায়।

সন্ধ্যা: একগুচ্ছ অস্পষ্টতা

পুঞ্জ মেঘের ঘরে পাখীর গুঞ্জনে
সন্ধ্যা নামে
অস্থিরতায়

ঘরের মানুষ
ঘরের বাহির হয়ে আশ্রয় খোঁজে
কাহার কাছে

তিনটা শালিক
ঘোরে-ফিরে শিমুল ডালে
গোধূলির কোলে

অমি স্বপ্নে দেখল একটি আশ্চর্য সন্ধা। দরবেশ মহারাজার মত অস্তাচল জুড়ে একটি চাঁদ। চাঁদের চোখ চুইয়ে পড়ছে অসংখ্য কাশের উল। সন্ধাটা ভরে গেছে অপূর্ব জ্যোস্নায়। সন্ধার ঝোঁপে-ঝাঁড়ে আলোর পিদিম জ্বালিয়ে হঠাৎ তীব্র রহস্যময়তায় নিবিয়ে দিচ্ছে জোনাকীরা সেইসব পিদিম। তারস্বরে ডাকছে ঝিঁ ঝিঁ আর ডাহুক।

রাস্তার মাথায় একটি শিমুলগাছের শিখর-চূড়ায় আকাশের নীলের সাথে মিশে তিনটি শালিক বারবার উড়তে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। শিমুল গাছটায় অসংখ্য রক্তবর্ণের ফুল। ফুলগুলি ভর-জোৎস্নায় লাল মোরগের ঝুঁটির মত জ্বলছে। উড়তে উড়তে ক্লান্ত হয়ে শালিকগুলি আবার যেখানে এসে বসছে, সেখানটায় এরকম অসংখ্য মোরগ বসে আছে। মোরগগুলির মাথায় লাল ফিতে বাঁধা। লাল ফিতে বাঁধা মানুষের জনসভার মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সবাই কী এক গোপন ষড়যন্ত্রে বাসা বেঁধেছে শিমুল গাছটার ডালে। আকাশের কোথাও সন্ধ্যার তারাটাকে দেখা যাচ্ছে না।

অমির খুব ভয় করতে লাগল তখন। মনে হতে লাগল, মোরগগুলি খুব হিংস্র। ওদের চঞ্চুতে রক্তের দাগ। এইসব চঞ্চু এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে নীড়খোঁজা বিষণ্ন তিনটি পাখীর উপর।

www.pathagar.com

তীব্র চিৎকারে এদেরকে একবার জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে হল ও'র। ইচ্ছে হল বলে, আর কিছুক্ষণ পর সন্ধার সব প্রদীপ নিবে যাবে। চাঁদ হারিয়ে ফেলবে তার আলো। ঝিঁ ঝিঁ, ডাহুক আর ডাকবেনা। আকাশে আর-আর-আর-আর-আর যত নক্ষত্র আছে সবগুলি ঝুলে পড়বে মৃতের মত। দ্যাখো না সন্ধার রাণীটা কেমন হারিয়ে গেছে! -পালাও, পালাও!....

স্বপ্নের ভিতরে ইচ্ছেগুলি একেকটি বিষণ্ন শালিক। অমি চাঁদের পাহাড়ে গিয়ে একটি মাটির ঢিল খুঁজল। যেন ওদেরকে ফেরাতে পারে। আকাশের নক্ষত্রের কাছে মিনতি জানাল। পৃথিবীর নদীর কাছে গেল। সন্ধার সমুদ্রের কাছে গেল। দিনের সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানাল। স্বর্গের অধিষ্টাতার কাছে রেখে এল অর্ঘ্য। শালিক পাখীগুলিকে ফেরাতে হবে এখনই।

কিন্তু সবাই অমিকে নি:স্ব করে তাড়িয়ে দিল। একটি মাটির ঢিল কেউই অমিকে দিল না।...

গুটিয়ে নাও অবগুণ্ঠন তোমার
এই সে সন্ধ্যা
নেতিয়ে আসা গুল্মলতা বিশেষ সময়ের আকরে;
কাঠখোট্টা দিনের
অবগুণ্ঠন দিয়ে নামিয়ে দাও প্রভু;
নিযুত অস্থিরতার ক্লান্ত প্রহরে তুমি।

একটা টিকটিকি এবং তার সমূহ অর্থ

মুন হঠাৎ একটা টিকটিকি দেখে। সে এগোয়, ধীরে ধীরে, সতর্ক আততায়ীর মতো। টিকটিকিটা স্থির হয়ে বসে আছে, পালাচ্ছেনা। ওরকম তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। সে ধরে। ধরতেই ছটফট করে উঠে প্রাণীটা। সময় ক'এক সেকেন্ড দৌড়ুতে পারে মাত্র; আর নয়। টিকটিকিটা পাখীর মতো হাত থেকে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ লাফ দেয়ার পরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে; অনড়। মুনের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে জিহ্বা বের করে। না, মুনকে ভেঙাচ্ছেনা; একটি ছারপোকা ধরতে পেরেছে সে। মহানন্দে ওটি গিলে ফেলে সে আর একটির জন্য অপেক্ষা করছে।

'ইস, কীরকম নিরীহ প্রাণী!'

অজান্তেই এ ধরণের একটি বাক্য মনটা উচ্চারণ করে ফেলে। সে চমকে উঠে। দেখে, বিচ্যুত মনটা পালাচ্ছে।

বাহিরে তাকিয়ে দেখে, কী চমৎকার হলুদ বৃষ্টিভেজা রোদ দিচ্ছে। মেঘের আঁচলে মৌন দরবেশের মত আকাশের সুরমা রেখা মৌনতা বিলোচ্ছে চারিদিকে। মুন নিজেকে একবার ভাবে এ সময়ে।...

'আচ্ছা মুন, এই যেমন দ্যাখো, টিকটিকিটা তোমার হাত থেকে পালিয়ে নীচে পড়ার সাথে সাথেই নিজের একটা শক্তিশালী মানে গড়ে তুলেছে নিজের জগতে। বেঁচে থাকা।...'

'আচ্ছা মুন, তোমার কি সত্যিই কোন মানে আছে বেঁচে থাকার চেয়েও বেশী কিছু এই পৃথিবীতে?...'

'তার মানে তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমার কোন মানে নেই? আমি মানুষ!...'

'হাঃ। মানুষ হয়েছ তো কী হল, এরাও তো প্রাণী, এই টিকটিকিটাও তো টিকটিকি। যাকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, তোমার হাত থেকে ফুরুত করে বেরিয়েই একটি শিকারের জন্য মেধাবী ফাঁদ পেতে রাখতে হয়।...'

'আচ্ছা, অই ছারপোকাটাও বেঁচে থাকতে চায় না? অই ছারপোকাটার জীবনের মানে কী?'

'ছারপোকাটার জীবনের মানে হল টিকটিকির হাত থেকে বেঁচে থাকা, টিকটিকির জীবনের মানে হল তোমার হাত থেকে বেঁচে থাকা, আর মানুষের মানে হল...'

www.pathagar.com

'মানুষের জীবনের মানে কী?'
'জানিনা। হয়তো বা, দ্যাখো, তোমরা যাকে মৃত্যু বলো তার হাত থেকে বেঁচে থাকা; মানে মৃত্যুকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। ..কিন্তু, এসবের একটাও সত্যি নয়-'
'তাহলে?-'
'কখনো কখনো মনে হয় কোন একটা প্রেরণার জন্য বেঁচে থাকা মানুষের জীবনের মানে; হতে পারে...'
'প্রেরণাটা কি উপভোগ- অর্থাৎ আরো কিছুদিন পৃথিবীকে ভোগ করা, যা তাকে আকর্ষণ করে, মানে সেই টিকটিকির মত?...'
'হয়তো তাই, কিংবা-'
'কিংবা?'
'ফ্রয়েড নামক এক ভদ্রলোকের মতে মানুষ যৌন জীব; এ ধরণের কথাবার্তায় অবশ্য লোকে তাকে পাগল বলেছে...'
'হুম্, তবে বেঁচে থাকা- আমার অবশ্যই একজন জার্মান মানুষের কথা মনে পড়ছে, যে অর্থনীতিকেই মানুষের পরিচালক বলেছে। এখানেও বেঁচে থাকা।...'
'কিন্তু-'
'কিন্তু কী?'
'জানিনা। সবটা বিভ্রান্ত মনে হয়। একটি সংক্ষিপ্ত অস্তিত্বে এরকম বেঁচে থাকার কোন মানে আছে কি? তাহলে মানুষ অর্থহীন?...'
'না!'
'না কেন-'
'জানিনা। আসলে আমরা জানিনা আমাদের মানে কী। তাই যখন দিনান্তে উদর পূরণের প্রশ্ন আসে, তখন নিজেকে টিকটিকি মনে হয়।...'
'আশ্চর্য!'

কফি হাউজের কাপভর্তি হেমলক

বাহিরে দুদ্দার আলো, রোদ-চিরচিরে পৃথিবী; হাঁটুরে দুপুর- সব ঠিকঠাক আছে, প্রতিদিনকার মতো। কাগজ-কুড়ানি ছেলেগুলি নিবিড় হাঁটছে। ঐ যে, কারো হাঁটার শেষ নেই; চোখগুলি যেন আগুন রোদে থৈতলা পিচের মতো, প্রতিদিন একটি দুপুর থাকবে, রগরগে, সূর্যের মতো যাযাবর।...

কফি হাউজের কাপভর্তি হেমলক
যৌবন-রৌদ্রের মতো উপচায় মধ্য দুপুরে
মৃত্যু এমনি কি চকোলেট রঙ
সুরাহি পূর্ণ করো কিছু মৃত্যুজলে তবে

ইন্দ্রপুল ও অন্যরকম বৃষ্টি

একটা ছোট্ট হাসির শব্দ শোনা গেল। মুনের ভিতরটা অপ্রাকৃত বৃষ্টিতে ভিজে গেল। সে একটি সেতু খুঁজতে চাইল। সরু চুলের মত সেতুটির নাম ইন্দ্রপুল। ওপাশে চাঁদের হাট আর দিগন্ত।

www.pathagar.com

আর দিগন্তেই ওরা যাবে। নীচে চিকন কালো সাপের মত ছোট্ট খাল এঁকে-বেঁকে দূরে মিশে গেছে। সেই সেতুর উপর দিয়ে মুন হাঁটছে, ভয়হীন হয়ে, রূপার হাত ধরে। বহুদূর থেকে রূপা ডাকছে, মুন! মুন! মুন!

মুন টেলিফোনটা সজোড়ে আঁকড়ে ধরল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ বৃষ্টিটা অন্যরকম।

নূপুর ধ্বনি: ওল্ডজিপসিম্যান, উইল য়্যু নট স্টে?

এই ঘড়িতে সেকেন্ডের কোন পেন্ডুলাম নেই। থাকলে হয়তো অমি জানতে চাইতো তিনটা পাঁচ মিনিট হবার পর কত সেকেন্ড এগিয়েছে। অমির খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে এখন সময়টা কত দ্রুত নি:শ্বাস নিচ্ছে। এগুচ্ছে, ওল্ড জিপসীম্যানের মত, নির্লিপ্ত। অবশ্য ঘড়িটাতে সেকেন্ডের পেন্ডুলাম থাকলেও ওভাবে সময়ের নি:শ্বাস গোণা যেত না। এখানে কাঁটা গুলি খুব ছোট, সরু চুলের মত। সোনালী রঙ। সময়কে দেখতে পেত না। অমির তীক্ষ্ণ চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেত। তবে হাঁ, ঘড়িটাকে কানের কাছে নিলে ফিসফিস করে কথা বলত ওটি। অমিকে শুনিয়ে যেত সময়ের নূপুরধ্বনি। পাশের বাসায় রুনু নামের মেয়েটি সারাদিন নূপুর পরে থাকে। ছুটোছুটি করে। এরকম।

কাহিনী শোনার সন্ধা

গল্পের উঠোনে শুয়ে পড়েছি সাবলীল
নৈয়মিক কাজের গল্প কত বলেছি তখন
চৌরাস্তার মোড়ে সূর্যাস্ত হচ্ছে
একটি বিধ্:স্ত নগরীর কাহিনী...

শেষ পর্যন্ত শহরটাতে হুড়মুড়িয়ে বিকেল নেমে এলো। অকস্মাৎ, যেন বিপদ-সংকেত। গোধূলিতে আগুনের লকলকে জিহ্বা ধীরে ধীরে নিবে আসছে। আর, এ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে যেন তীব্র তাড়াহুড়া এসে সাইরেন বাজাতে শুরু করল। অশ্বের খুরের মত মানুষের হাত-পা গুলি সময়ের পীঠে লাফাচ্ছে। ইস, কী যে চিৎকার চেঁচামেচি আর- হড় হড় করে মিনসের বাচ্চাগুলি ছুটছে, বকশিবিটের পাখীগুলির মত। এর ভিতর রিকসা-সাইকেলের রিনরিনে খন্‌খনে ধারাল ঘন্টায় গলিমুখটা হুম্‌হুম্ করছে। অমি মাসুদের হাত ধরে তীব্র তাড়াহুড়ায় গলিমুখটা পেরুতে চেষ্টা করল দীর্ঘক্ষণ, পারল না।

ও হাঁটুরিয়া

আজন্ম সন্ধাতাড়িত হৃদয়ে
অস্পষ্ট হয়ে আছে পথেরা
আমাকে খুঁজতে হবে পথ
তাই সন্ধা হলেই
বেরিয়ে পড়ি
একাকী
একা।

অনেক কিছুই পেরুনো হয় হাঁটতে হাঁটতে। শতাব্দীর দীর্ঘতম হাইওয়ে ধরে সে হাঁটছে। এত পথ

www.pathagar.com

হাঁটছে, অথচ এখনো সব তার পরিচিত পথ-ঘাট। মনে হচ্ছে, সে এখনো আছদগঞ্জ পেরুতে পারেনি। আছদগঞ্জের পরে লালদীঘি, তারপরে বকশিবিট, তারপরে চকবাজার, তারপরে...। মুন জানে সে কখনো চকবাজার পেরুতে পারবে না। পৃথিবীতে চকবাজারের পর আর কোন পথ যে তার চেনা নেই।...

যুদ্ধের শিল্প

জীবন এক কালোপাহাড়ী কবিতার পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে
তিনি বেশ ক্লান্ত হলেন; নি:স্ব সময়ের মিথ খুঁজে নিয়ে
পাছে কেউ বুঝে নেন,
তিনি একটি নতুন শিল্পের কথা বললেন এবং শিল্পিত হলেন
কিম্বা শিল্পই হয়ে গেলেন গল্পের শেষ লাইনে এসে।

ক্রমশ একটা হলুদ খামের ভিতরে ঢুকে পড়ছি আমি। খামটার চতুর্দিকে আঠা লাগানো; আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি এটি খুলে ফেলতে, খুলে বেরিয়ে গিয়ে এটিকে কুচি কুচি করে অনস্তিত্বের প্রশান্ত হ্রদে ফেলে দিতে, পারছি না। খামটার রঙ হলুদ, এই হলুদ রঙটাকে আমি বেশ কিছুদিন থেকে সহ্য করতে পারছি না একদম। সেদিনকার কথা মনে আছে যেদিন পোস্ট অফিসের কর্মচারীদের সাথে একটা তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গেল এ নিয়ে। কাউন্টারে গিয়ে আমি একটা শাদা খাম খুঁজলাম। সেখানকার লোকটা বিভিন্ন রঙের ডাকটিকিট সাজাচ্ছিল একটি খাতায়, আমার কথা শুনে একটু অদ্ভুত চোখে চাইল, তারপর হড়বড় করে যন্ত্রের মত সামনের হলুদ খামের প্যাকেট থেকে একটা খাম ছুঁড়ে দিল আমার দিকে, 'দু'টাকা!'

আমি দু'টাকা বাড়িয়ে ধরে বললাম, 'শাদা খাম!'

'শাদা খাম নেই!'

'আমি হলুদ খাম নেবনা, শাদা খাম চাই!'

'এখানে কোন শাদা খাম থাকে না!' লোকটা চিৎকার করে উঠল মহাবিরক্ত হয়ে। তারপরে তার খাম ধরা হাতটা গুটিয়ে নিয়ে নিজ কাজে মন দিল। লোকটার চেহারাকে আমার শয়তানের মত মনে হল হঠাৎ, আসলে মনে হবার কোন কারণ হয়ত ছিল না, কিন্তু তার হাতে হলুদ খাম আছে তাই আমি তাকে ক'একবার শয়তান শয়তান করে ডাকলাম মনে মনে। লোকটার শয়তানের মত দু'বিন্দু চোখে ক'একবার পলক পড়ল আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সে কি আমার কথাগুলি শুনে ফেলেছে, আমি চিন্তা করলাম। এক সময় দেখলাম, লোকটা উঠে তার পাশে অন্য একজন সহকর্মীর দিকে এগুচ্ছে। আমি মুখ কঠিন করে তার দিকে তাকালাম, এবং বললাম,

'ভাই, ঝামেলা করে লাভ নেই। আমাকে একটি শাদা খাম দিন, আমি চলে যাচ্ছি। জানেন তো সময় আমার আপনার জন্য বসে নেই, বাসায় কাজ পড়ে রয়েছে, প্লিজ, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিন, আমি চলে যাই!'

লোকটি রাগে লাল হয়ে গিয়ে খুব টেনে টেনে বলল, 'এখানে কোন শাদা খাম পাওয়া যায় না; আপনি ইচ্ছে করলে স্টেশনারী দোকান থেকে শাদা খাম কিনে এনে এখান থেকে ডাকটিকিট কিনে লাগিয়ে দিন। এটি সরকারী প্রতিষ্ঠান, সরকার অনুমোদিত খামের রঙ হলুদ!'...

লোকটা কথা বলছে আর আমার রাগ বাড়ছে হুহু করে। ইদানীং আমার এই এক সমস্যা হয়েছে, সামান্য কথাতেই রাগ উঠে যায়, আর রাগটা চাপতে চেষ্টা করলে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

www.pathagar.com

আমি এতক্ষণ রাগ চাপতে চেষ্টা করেছিলাম। সেই মুহূর্তে আমি একটা অদ্ভুত কাজ করে ফেললাম। আমার সামনে 'কাউন্টার' লেখা কাঁচের ওপারে টেবিলের উপর হলুদ খামের বান্ডিলটা হাতে নিয়ে এক ঝটকায় ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেললাম। পোস্ট অফিসের সবাই কিছুক্ষণের জন্য স্থিরচিত্র হয়ে গেল তখন। আমি আমার নিজের মত করে বেরিয়ে গেলাম তারপর।

হলুদ একটি খাম

একটি হলদু খাম আস্তে আস্তে পৃথিবীর অস্তিত্বের রাজপুরুষ। আমার খুব ভয় হচ্ছে। প্রাণপণে চেষ্টা করছি এটি খুলে ফেলতে- খুলে বেরিয়ে গিয়ে তারপর এটিকে কুচি কুচি করে অনস্তিত্বের প্রশান্ত হ্রদে ফেলে দিতে। পারছি না। খামটার রঙ হলুদ, এই হলুদ রঙটাকে কিছুদিন থেকে আমি একদম সহ্য করতে পারছি না। অথচ অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছে যে, আমার ঘরের দরোজা-জানালা-দেয়াল সবকিছু এখন হলুদ রঙে পরিপূর্ণ। এমন কখনো ছিলনা। আমার স্পষ্ট মনে আছে- দেয়ালের রঙটা ছিল শাদা ধবধবে, জানলাটা সবুজ আর দরোজায় কোন রঙ ছিলনা। ছাদের সিলিঙে একটি লাল বর্ণের ফ্যান ঘুরত সবসময়, এখন দেখছি সেটিও হলুদে রূপান্তরিত হয়ে গ্যাছে, জানলার পাশে একটি কামিনীগাছ, ক'একটি কমলালেবু চারা আর একটি বড়ই গাছ বড় হচ্ছে- শুধু ওরাই এখনো কিছুটা সবুজ আছে। তারপর ওখান থেকে যে একটা টুকরো বরফির মত আকাশ দেখা যায় সেটুকু এখনো নীল। আমার চারিদিকে হলুদ বর্ণের পৃথিবীতে জানলাটা সুন্দর তাই। জানলার পাশে একটি চেয়ার আছে, যেটিতে বসলে নাকি আমার একজন বন্ধুর রাজার মতো মনে হয়। ঘরে যখন থাকি, প্রায় সময়ই আমি এই চেয়ারটাতে বসে বসে ভাবি কিছু অতীত দিনের লাল-সবুজ-শাদা রঙের কথা, যেগুলি এখন নাই। এসময়ে মাঝে মাঝে আমার হাতে একগুচ্ছ সাদা কাগজ আর একটি কালো কলম থাকে। কিন্তু কলমটা স্থির কখনো নড়ে-চড়েনা। আমি কিছুই লিখতে পারিনা, অথচ কলমটা একবুক তৃষ্ণা নিয়ে বসে থাকে, অপেক্ষা করে। তখন আর কোন কাজও করার থাকেনা, তাই আর কী করতে পারি, এই নিয়ে ভাবি। মাঝে মাঝে এসময়ে একটি রঙিন প্রজাপতি এসে বসে কামিনী গাছটার ফুলে, আমার উৎফুল্ল লাগে। আমি তখন একটি প্রজাপতিকে আমার কাল্পনিক প্রতিবিম্ব হিশেবে ধরে নিয়ে কথা চালিয়ে যাই;

'মন ভাল তো?'

'তেমন ভাল না!'

'ভাল না কেন?'

'আজ আপনাদের কামিনী গাছে ক'টি ফুল ফুটেছে দেখছেন? একটিও না। কীভাবে ভাল থাকব?'

'তাহলে তুই যে ফুলটিতে বসেছিস, ওটি-'

'ওটি গতকালকের বাসি ফুল।'

'বাসি ফুল?'

'হুঁ, বাসি ফুল, হলুদ হয়ে গেছে। একটু আঁশটে গন্ধ পাচ্ছেন না? এই গন্ধটা অসহ্য লাগছে!'

'এই, তুই কি আমাকে প্রজাপতি মনে করছিস? আমি কীভাবে তোদের মত অত গন্ধ বিশারদ হব?-'

'চাইলে সব হওয়া যায়।-'

'সব হওয়া যায়?-'

www.pathagar.com

'হুঁ, যায়।-'
'আচ্ছারে প্রজাপতি, তোর কোন দুঃখ আছে?'
'কেন, দুঃখ কেন থাকবে?'
'এই যে একটা হলুদ বাসি ফুলের উপরে বসে থাকতে হচ্ছে, এতে তোর দুঃখ হচ্ছেনা?'
'না!'
'আশ্চর্য!'
'অদ্ভুত ব্যাপারতো? আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?'
'আশ্চর্য হবো না? তুই বলছিস মন ভালো নেই- আর একদিকে বলছিস দুঃখ হচ্ছেনা!-'
'মন ভাল না থাকা আর দুঃখ বোধ হওয়া বুঝি এক?'
'অবশ্যই এক!'
'না, এক নয়। আপনি দুঃখের সংজ্ঞা জানেন না। মানুষদের সমস্যা হচ্ছে কী জানেন? এরা মনের ভিতর এমন কতগুলি অকাজের দুঃখ নিয়ে বসে থাকে, যা তাদেরকে কখনো স্থিরতা দিতে চায়না। এটি দুঃখ নয়, পাতানো দুঃখ। পাতানো খেলা শুনেছেন? এরকম।'

অমি বাড়ি নেই

দরজায় অসম্ভব কড়া নাড়ানি;
'অমি, বাড়ি আছিস?'
সন্ধা নরোম তুলতুলে পুষির মত সিঁড়ি বেয়ে নামে। আমাদের বিতর্কের ঝড় থেমে যায়, যেন ছিলেম বরফ যুগের মমি। দরজায় ছায়া আসে একজন সন্ধা-মানুষের। অবিরাম কড়া নাড়ে, অমি, বাড়ী আছিস। অমি, অমি, অমি কোথায় রে তুই?
'অমি বাড়ি নেই। ওর মৃত্যু হয়েছে।'
গায়ের জামা খুলে আমি আস্তে আস্তে ক্যামাফ্লোজ পরে নিই ভয়ে, হরিত পাতার মতো। যেন একটি পাতা হয়ে যাই, আম গাছের ডালে। কিম্বা শালবনে। কিম্বা অন্ধকারের পেটের ভিতরে আমি আন্ধার এক ছায়া-বাদুর। সন্ধ্যা-মানুষটার কড়া-নাড়ানি শোনা যাচ্ছে, আস্তে আস্তে বাড়ছে খুব। দরজা কি ভেঙে যাবে? উফ্, লোকটার ছায়া আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। দরজার ফোঁকড় দিয়ে একটি জোনাক পোকা ঢুকে গেল। জানলাটা খুললে একটি চাঁদ, আধফালি বেলকুচির মত। জানলাটা খোলা নেই। তাহলে কি আমি এখন চাঁদের ভিতরে ঢুকে পড়েছি। নাহ্, আমি বাড়ি ফিরে যাবো। ক্যামাফ্লোজ খুলে ফেলব। হরিত ক্যামাফ্লোজ নয়। আমার একটু মৃত্তিকা প্রয়োজন। সন্ধা-বুড়োটার ছায়া আমার চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওল্ড জিপসিম্যানের মত, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে।
'অমি, বাড়ি আছিস?'
না, অমি বাড়ি নেই।
ওর মৃত্যু হয়েছে।
আমার তার্কিক বন্ধুরা কোথায়? মাসুদ, মোরশেদ এবং টকটকে লাল কফির তিনটি কাপ? ক্লান্ত বুড়োটা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে পা ফেলে, ঘড়ির পেন্ডুলামের মত। তোমরা তোমাদের নীল ক্যামাফ্লোজগুলি খুলে নাও, প্লিজ!

www.pathagar.com

মৎস্যকন্যা

চোখের উপরস্তরে জমে আছে ঘুম। সে কত হাজার বছর। ঘুমের উপরে কুয়াশা। কুয়াশার উপরে বরফ। সে কত প্রাগেতিহাসের কাহিনী। ঘুম যেন মৎস্যকন্যা। চোখের জ্যোসনা দিয়ে জড়ায় চোখ। দশটি আঙুল যেন ডাকিনীর ছড়া কেটে জড়াতে আসে।.. আয় খোকা, আয়..।

তারপর...

পারসি কবির মত অসংখ্য জেবঅলা মেয়েটি বলল, তারপর একদিন সেই রাজপুত্র গেল শিকারে, বনের মধ্যে হল রাত, একটি অশ্বত্থ গাছের উপরে উঠল ঘুমাতে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখল মায়া হরিণ, ভেঙে গেল ঘুম, দেখল গাছের নীচে বসে এক আশ্চর্য মায়া হরিণ, বুড়ো এক দরবেশ, জোসনার রঙের মত, শুভ্র শ্মশ্রু, আপেলের বুকের মত তার গা'র রঙ, জাগল রাজপুত্র, তলোয়ার কোষমুক্ত করে ধীরে ধীরে নামল নীচে, তারপর লাফিয়ে পড়ল হরিণের উপর, কিন্তু হরিণ যে নেই, আছড়ে পড়ল সে মাটির উপর, মুখ ছেঁছড়ে বেরুল রক্ত, দরবেশ হাসল।...

কবিতারা

নৈঃশব্দের দোকানঘর

ব্যস্ততার প্রতিকূলে এটি এক নৈঃশব্দের দোকানঘর।
আমরা ক'জন যুবক ঝাপ খুলে বসে আছি দ্বিধাগ্রস্ত-
এখানে কেউ কি আসবে আমাদের দুঃখগুলি কিনতে
সৌখিন কাঠের নয়, হিরের দ্যুতিময় অঙ্গুরি আমাদের হাতে নেই
কপিলাবস্তুর একজন বৃদ্ধ এসে তিনটি ঝিনুকের কড়ি দিয়ে গেছে
অল্প কিছুক্ষণ আগে
বলেছে: এই ভগ্ন-কুঠিরে তোমরা কীভাবে চালাচ্ছো বাবারা
যদি আমি দেশের সম্রাট হতাম, তাহলে তোমাদের জন্য
একটি বড়ো কুঠিবাড়ি বানিয়ে দিতাম হে।

আমরা তিনজন যুবক মোলায়েম হেসেছি মাত্র, মোগলবংশীয়
পিতলের লোটাটা তাকে উপহার দিয়েছিলাম।
আমাদের হাতে যে আর কিছু নেই, বৃদ্ধটাকে দেবার মত।

মাঝে মাঝে শীতল-পাটির উপর বসে আমরা তিন বন্ধু পরস্পরের কাঁধে
হাত দিয়ে বসে থাকি। চোখের নিরব মুদ্রায় আলাপ করি:
নৈঃশব্দ কাকে বলে?

একজন গিলগামিশ প্রার্থনার শব্দ দিয়ে সাজান নৈঃশব্দের দোকান
আদমের চোখ তার পিঠের পাঁজড়ের দিকে ফিরে যায় শেষে।

www.pathagar.com

পাথরটাকে ভেঙে-চুরে

পাথরটাকে ভেঙে-চুরে পরমাণু ইতিহাস কথা বলে উঠুক।

প্রত্ন- পাথরখানি
হাতের তালুতে নিয়ে
আমরা খেলছি

পাথর মানে কি নৈঃশব্দ: তোমাকে কে বলেছে?

দেখো আমাদের হাতে
রাত্রির প্রবল ঝিঁঝিঁর মত
পাথর কথা বলবে

পাথরের নৈঃশব্দরা কোথায় লুকানো আছে, আমরা জানি!

সুর-সঙ্গম

না, এখন আমাকে ছাড়া পৃথিবী উপমাহীন।
নেই কোন স্বর-শব্দ-গ্রাম। আমিই উপমা-ঈশ্বর।

ছেঁচে-খুঁড়ে হৃদয়-জোনাক আমারি অন্তরীক্ষে
খোঁজে পাখী তার তৃষ্ণার শিস্, মহারাত্রি নৈঃশব্দের
ভাষা। পাতার শিশির ঝরে আমারি ত্রস্ততার মতো
সাবলীল শিল্পিত হয়ে। আমি যেন সেই যাদুকর-
দৃষ্টির লোচনে যার নীহারিকা তারাপুঞ্জের মতো
পৃথিবীতে সকাল হয়; নামে সন্ধ্যা- বিকেলের বুড়িয়ে যাওয়া
নেবুরঙ পাতার রোদে। আমারি উদ্দেশে দেখো
আকাশের চূড়ার উপরে তিনটা শালিক পাখী
উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে যায়। আমি তার নীড়ের সৌরভ।

একজন মানবীনি তার অঞ্চলে জাগিয়ে নদী আমারি
হৃদয়ের কাছে পরিভাষা খোঁজে। আমি তারে শব্দ দিই।

এমন বিশাখা গাছে আনো ফল কে তুমি শব্দ-বণিক?

নদীর দু'ঠোঁট কাঁপে। হে মেয়ে আমাকে চেন না?
তুমি যার নিবেদনে নাচো, আমি সেই সুর-সঙ্গম।
রোদ দিতে পারো একটু আমাকে? রোদ?

হিমযুগ এসে শরীর জুড়ে দাঁড়ায়
যেন এ তাহার নিজের উপনিবেশ

www.pathagar.com

শরীর? শুধু একটি মনের ফসিল
কেবলি একটি অস্তিত্বের দায়

ভিসুভিয়াসের হিমশয্যাটা তবু
একটি পাথর মানুষ ভেঙে ফেলে
শত বছরের নির্জনতাকে বলে
রোদ দিতে পারো একটু আমাকে? রোদ?

ছায়া বনে যাই
(সুহৃদকে)

রোদের সিনায়
শ্রান্ত দাঁড়াই
খুব মনে হয়
রোদ হয়ে যাই

দাঁড়াতে দাঁড়াতে
রোদের পাড়াতে
শীতের দু'হাত
সামনে বাড়াই

তবু যে কেবল
মেঘেদের ঝড়
বৃষ্টির স্বর
আমাদের ঘরে

আমি যে কেবলি
দাঁড়াতে দাঁড়াতে
রোদের পাড়াতে
ছায়া বনে যাই
ছায়া বনে যাই
ছায়া বনে যাই

চোখ খোলো

কেন অভিমান করো? তুমি তো আলোর বোন
আঁধারে পুড়ছে দেখো আলোর চতুষ্কোণ
আলোর হৃৎ-কুঠুরি মেঘেতে গুমোট হয়
তুমি কি দেখোনা মেয়ে- তুমি যে আলোর বোন

এখানে অনেক আঁধার, আঁধারে হাঁটতে ভয়

www.pathagar.com

আঁধার তুচ্ছ করে তবু যে হাঁটতে হয়
এখানে অনেক শোক, অনেক মিথ্যে মুখ
পাতার শরীর ঐ নিত্যি হচ্ছে ক্ষয়

চোখ খোলো মেয়ে! পৃথিবী ফর্সা হোক
জন্ম হতেই ওর আঁধারে রুদ্ধ বুক
চোখের কালো তিল ওপাশে সরিয়ে দাও
হৃদয়ে জমে আছে হাজার কালো শোক।

দ্বিধান্বিত

আমার বন্ধুদেরকে কেবলই বলা হয়ে ওঠে না। বলা হয়ে ওঠে না- চলে যেতে এসেছিলাম। বিদায় নিতে। আড্ডা গড়িয়ে যায় গল্পের রূপালী স্রোতে। কফি আইল্যান্ডের আলোগুলি আস্তে আস্তে আরো গাঢ় চকোলেট রঙ ধারণ করে। শহরের আনাচে-কানাচে স্ট্রীটল্যাম্প ছাড়া আর সব আলো মৃত্যুর মতো শীতল ঘুমের হ্রদে ডুবে যায়। আমার বন্ধুদের চোখও আস্তে আস্তে বিহ্বল হয়ে পড়ে, হকিং এর চোখের মতন। শ্রান্ত।

আমিন, সোকির মতো শিল্পিত আত্মহননের কথা বলতে বলতে উঠে যায়।
শামীম, ফিরে যাবার কথা বলে ঘড়ি দেখে। শুভ্র যদি আসে।
মোরশেদ, নিরালোকের আশ্চর্য উৎকণ্ঠায় অস্থির।
তানবীর, সাইকেলের প্যাডলে চাপ দেয়। ইমনের কাছে লেখা চিঠিটা পোস্ট করতে হবে।
মাসুদ, জেসমিন রঙের আলোয় নিজেকে ডোবাতে ডোবাতে হাত দেখায়। বিদায়।

আমার বন্ধুদেরকে কেবলই বলা হয়ে ওঠেনা। বলা হয়ে ওঠেনা- চলে যেতে এসেছিলাম। বিদায় নিতে। সকলে আমাকেই অস্তিত্বের শূন্য প্লাটফর্মে রেখে যার যার গন্তব্যের রেলে ওঠে যায় শেষতক।

রাত্রির চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার দ্বিধান্বিত হাত নড়ে ওঠে।

আমাদের ঘরটাতে একজন দুঃখের সারস

আমাদের ঘরটাতে একজন দুঃখের সারস
ঈশ্বরের ছায়াপথ থেকে এসে প্রতিদিন
নিষ্পাপ যিশুর মত
বসে থাকে
দ্বিধান্বিত

আমরা শংকিত শামুক সকলেই
একটু আলো হবার ভয়ে
দুঃখের ভয়ে নীল
নিজেকে গুটিয়ে নিই

www.pathagar.com

জরায়ুতে উন্মুখ ভ্রূণের মত
সারসটি একা খুব

তার বসে থাকা
আমাদের ঘরটাকে
আলো করে প্রতিদিন।

ছায়া-চিত্রগুলি

এই আশ্চর্য ছায়া-চিত্রগুলি আমাদের প্রখর মধ্যাহ্নে
ঘুরে-ফিরেছিল।
উঠোনের বয়েসী কালজাম, তারপর যে পাশটায় মরশুমী
রোদ্দুরে লতা শুয়ে পড়েছে ওই, সুনসান
চলে যেত ফেরীঅলা সেই পথ হয়ে হাতে ঘুঙুর।

দুপুর রোদের মাঝে বিঘোরের গান জানা খঞ্জনা পাখী
অদ্ভুত ডেকে চলত; আর ফেরীঅলাও তার ঘুঙুর- আশ্চর্য ছায়া-চিত্রগুলি
কাঁসার মাদুলি নিয়ে ঢুকে পড়ত হঠাৎ আশাবতী লতার ঝাড়ে-

'রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে'...
এ সময় রাখালিয়া ভবঘুরে বাঁশি
আমাদের উঠোনে
লোহিত ইটের সুরকিতে বসে মেখে নিত মধ্যবিত্ত রোদ;
যেন খুব দুঃসাহসী এখন হতে পারে মানুষের স্বপ্ন, এই ছায়া-চিত্রগুলি
আমাদের স্বপ্নে এসে হরণ করে নিত চোখ।

আমরা জোনাকগুলিকে হত্যা করবো না

কসম, আমরা জোনাকগুলিকে হত্যা করিনি, এখনো আছে।

মুঠোর ভিতরে ক'একটি জোনাক ছিল আমাদের, আস্তে আস্তে
এখন বুকের ভিতরে বাসা করেছে; জলছে নিভছে বড় হচ্ছে

'ম্যাজিক ল্যাম্পের নীচে আততায়ী আঁধার কিছু এখনো শয়তান'..
হামেশাই তোমার চোখ দৃষ্টির গভীরে এসে সেসব বুঝিয়ে দ্যায়

তবু, হলফ করে বলছি, শুনো
আমরা জোনাকগুলিকে হত্যা করবো না, বাঁচিয়ে রাখবো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাঈন উদ্দিন জাহেদ

সেপ্টেম্বর

সেপ্টেম্বর ছুঁয়েছে যাকে হৃদয় ছিঁড়েছে তার
গীন্সবার্গ হেঁটে যায় হৃদয়ের পথে
কুয়াকাটায় সূর্য ওঠে, সূর্য ডুবে মনে,
জীবনের আছে বুঝি নানারূপ মানে
শিমুলেরা গান গায় কার্তিক সন্ধ্যায়
সেপ্টেম্বর ছুঁয়ে যায়, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়;
গীন্সবার্গ হেঁটে হেঁটে স্বপ্নের ভিড়ে
পায়ে পায়ে ছড়ায় জীবন
জীবনের নানা রঙ; রঙ রঙ মন।

দীপঙ্কর বাগচী

অন্ধ

হিম সকালের নীচে ডুবে যায় সব আলোচনা
সমস্ত আশার পরে ধীরে নেমে আসে তার ঘুম
ব্যতিব্যস্ত মানুষেরা হেঁটে যায় অতি সূক্ষ্মভাবে
পার হয়ে গেল কেউ বাড়ি-ঘর শ্মশানের মায়া
সব দেখি চুপ করে সব দেখে যাই প্রতিদিন
ঘন ধোঁয়া চারিদিকে জমে আছে পূর্বেকার ছায়া
কোথাও ডুবেছে কারা খুন রক্ত জমি ভাগাভাগি
পাখি পাহাড়ের ধারে দু'টি মেয়ে এলোমেলো ঘোরে
বৃদ্ধ বট মনে মনে কতদূর একা চলে যায়
ওদের- কি স্মৃতি আছে শৃঙ্খলের অসমাপ্ত খেলা
জেহানাবাদের দিকে দিনের প্রথম আলো নেভে
স্বভাব রক্তিম নারী চিরকাল অন্ধ হয়ে থাকে
এই- সব আলো হাওয়া অতিরিক্ত বিলাসের কথা
শুনে যাই কতকাল কারাগার দীর্ঘ হয়ে আছে।

www.pathagar.com

তানবীর মুহাম্মদ

মহাকালের ঘড়ি

রুদাইনার কুকুরটি মরে গেছে বলে আড্ডায় সে আসেনি
মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমরা অপেক্ষা করি কবির জন্য
গতকাল তার একটি পাণ্ডুলিপি হারানো গিয়েছিল
যেহেতু পাণ্ডুলিপিতে তার অর্ধেক জীবন লুকায়িত তাই সেটি পাওয়া না গেলে
তার আসার সম্ভাবনাও কম।
আড্ডার টেবিলে ধুলা জমতে থাকে। নির্জীবের মত মদ গিলতে গিলতে
আমরা ঝিমাতে থাকি। রুদাইনা আর কবি না এলে আড্ডা শুরু হতে পারেনা।

আড্ডা বলতে একটি গোলাকৃতির বিশাল টেবিলঘড়িকে ঘিরে আমরা বারজন
সেকেন্ডের কাঁটাটিকে ধরতে চেষ্টা করি।
আমাদের মধ্যে একটা দীর্ঘ যুগ ধরে এই প্রতিযোগিতা চলে আসছে।
আমাদের কেউই সময়ের সমীকরণটি জানিনা।
তাই সেকেন্ডের কাঁটাটি আমাদের গতির চাইতে দ্রুত চলে।
কবিকে নিয়ে রুদাইনা কী একটা কৌশলে স্থির সময়ে ঢুকে যায় এবং দু'জনে নেশাগ্রস্তের মত
হাসতে হাসতে এক একটা যুগ পার করে দেয়।

কবি ও রুদাইনার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমরা দশজন সময়ের দশটি স্থানে
সেকেন্ডের কাঁটাটিকে ধরতে চেষ্টা করি।
কেবল বারটা ও একটার স্থানটি শূন্য পড়ে থাকে।
দুই থেকে এগারটা পর্যন্ত আমরা ছুটতে থাকি।
এক একটা যুগ এক একটা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কষ্ট নিয়ে
একে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকি।
প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান স্মৃতির মত সময়ের কাঁটা আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে তো যাচ্ছে
আমরা যখন ঘড়ির টেবিল থেকে উঠে এলাম তখন জীবনের শেষ কয়েকটি প্রহর
মাত্র পড়ে আছে।

আসলে সময় আমাদেরকে একেবারে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।
আমাদের একেক জনের বয়স হিমালয়ের চাইতেও বেশি আর ভূমধ্যসাগরের চাইতেও পুরাতন।
তখন ধূসর বিকাল। মনে হচ্ছিল এখনি পৃথিবী মহাকাল থেকে খসে পড়বে বাইরে।

এত কিছুর পরও কবি ও রুদাইনা আগের মত সতেজ আছে।

www.pathagar.com

মাসুদ জাকারিয়া

অধিব্যক্তিক

অরণ্যের দরজায়

দরজা

পূর্ণিমা রাত। বাহিরে চাঁদের আলো। নীরব। আমার সহবন্ধুরা নানা কাজে শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যস্ত। অন্ধকার ঘরটিতে আমি সম্পূর্ণ একা। ভয় করছে। রাত গভীর হচ্ছে। বাইরে চাঁদের আলো উজ্জ্বল হচ্ছে।

দরজায় শব্দ, খট্ খট্ খট্।

কে?

ম্যাথু, দরজাটা খুলুন! ভরাট কণ্ঠে বাহির থেকে জবাব এল।

কোন্ ম্যাথু, সার্ত্রের সেই অস্তিত্ববাদী কামুক পুরুষ? অনেকটা নিজের অজান্তেই প্রশ্নটা করলাম।

হ্যাঁ, ROADS OF FREEDOM এর নায়ক, খুলুন!

না।

ওদিক থেকে আর কোন জবাব এলোনা। বাইরে নিরবতা। রাত আরো গভীর হচ্ছে। অনেকক্ষণ পর দরজায় আবার শব্দ, খট্ খট্ খট্!

কে? এবার অনেকটা ক্ষীণ স্বরে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

আমি উড়ুককু, নীনা, খুলুন!

কী চাই?

দরজাটা খুলুন, বলছি।

না, তোমার শরীরে সিফিলিস।

কীসব যা-তা বলছেন! আমি অসহায় নারী, দরজাটা খুলুন!

না বলছি... চিৎকার করে বললাম।

নীনা বোধ'য় ভয় পেয়েছে। আর কোন শব্দ এলো না। চারদিক আবার নীরব। অনেক দূর থেকে একটা শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। এ শব্দ আমার মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে। আমি ধীর গতিতে দরজার দিকে গেলাম। কান পেতে শুনতে চাইলাম বাইরে কেউ আছে কিনা। শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। আমি সন্তর্পণে দরজাটা খুললাম। দরজা খুলতেই আমার চোখে পড়ল আগুন। আমি কিছুক্ষণ অনুভূতিহীন দাঁড়িয়ে রইলাম শিশুর মত। অনেকক্ষণ পর আমার বোধোদয় হল। বুঝতে পারলাম, উত্তুঙ্গ আগুন দিগন্ত থেকে জ্বলতে জ্বলতে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে আসছে। এ শহর কি কিছুক্ষণের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে! আমি! আমিও কি ধ্বংস হয়ে যাব! এ আগুন কিভাবে লেগেছে আমি বুঝতে পারছিনা। আগুনের গম্ভীর গতি দেখে ভয়ে আমার হৃদপিণ্ড কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমি প্রচণ্ড শব্দে দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঝিম মেরে রইলাম। কিছুটা সময় অতিবাহিত হবার পর দরজায় আবার শব্দ, খট্ খট্ খট্।

কে?...

www.pathagar.com

সাথে সাথে হাজারটা স্বরের চিৎকার আমাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইল।
খুলুন! আমি ম্যাথু।
নীনা..
ফ্রয়েড..
আমিনুল ইসলাম..
স্টিফেন হকিং..
মাহমুদ বলছি..
হিটলার... খুলুন বলছি..
My friend please... I'm..
মার্কস্... দাস ক্যাপিট্যালটা নিয়ে এলাম..
আমেরিকা..
আমি প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, মৌলবী মাসুদ দরজাটা খুইলা দেন দেহি!..
আমি ড: ইউনুস, গ্রামীন ব্যাংক থেকে এলাম..
আমি আশা..
জেসমিন..
নীলা..
ময়ূরাক্ষী..
হেগেল..
হু..আদ..
আ...ছ..
আমি বাবর, হাঃ, খেলারাম খেলে যা..
ফুকো..
নিবারণ চক্রবর্তী... আমি কবিগুরু..
মেট্রোপলিটনের বিনয়..
রিজারেকশনের মাসলভা..
পাভেল..
দরজার উপর হাজারটা কিলের প্রচণ্ড শব্দ। এখনি হয়ত ভেঙে পড়বে। দূরের আগুনটা কতটুকু এলো! ভয়ে আমার বুক পানিশূন্য হয়ে পড়েছে। এই উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে আমি সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, শুয়োরের বাচ্চারা দূর হ!
সাথে সাথে বজ্রধ্বনির পরমুহূর্তের মত সব থেমে গেল। কোন শব্দ নেই। এমনকি শোঁ শোঁ শব্দটাও। আমি বুঝতে পারছিনা আমার একটি মাত্র চিৎকারে সব থেমে গেল কিভাবে। এখন ওরা সব কি পালিয়েছে? আগুনটা কতটুকু এলো? আগুনের কথাটা মনে পড়তেই আমি অন্ধকার হাতড়ে দরজার কাছে গেলাম। দরজাটা ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ দাঁড়ালাম জানিনা। উত্তেজনায় আমার হাত পা কাঁপছে। অতি সন্তর্পণে দরজাটা খুললাম। সাথে সাথে দরজার ফাঁক গলে এক টুকরো উজ্জ্বল আলো অত্যন্ত ক্ষীপ্র গতিতে ঘরের মেঝেতে প্রবেশ করল। ভয়ে পিছিয়ে গেলাম। এই আলো কি পূর্ণিমা চাঁদের না শহরের দিগন্তে দেখা সেই জ্বলন্ত শিখা! মুহূর্ত পরেই কি আমি অগ্নিদাহ্য হয়ে যাব? বাইরে চোখ খুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছি না। মেঝেতে পড়া আলোর সৌন্দর্য আমাকে আকর্ষণ করছে।..

www.pathagar.com

পাঁচটি যুবক ময়ূরাক্ষীকে চায়
একজন বলেছে তা ইঙ্গিতে
অন্যরা কবিতায়
আমি যাকে চাই বেছে নেব-
একদিন এসো বর্ষায়
বর্ষায় রিক্ত হাতে যুবক
আর রূপালী পঙক্তি নিয়ে কবির দল এলে
ময়ূরাক্ষী রিক্ত হাত ধরেই বলে: কবি.. নাইতে যাই চল্
কবিরা উন্নাসিক হয়: সে তো কবি নয় ময়ূরাক্ষী...
ময়ূরাক্ষী বলে: বর্ষায় জলতো এলো
দূ-র তৃষ্ণাই তবে বলে দিক-
কে কবি.. কে বা-উ-ল

... আবৃত্তি শেষ হতেই বিস্মিত পথচারী বলে: এই পাগলা! ময়ূরাক্ষী কেন ঐ যুবককে কবি বলে চিহ্নিত করল, আর কেনইবা তাকে বেছে নিল?

: কারণ, ময়ূরাক্ষী জানে সেই ছেলেটিই প্রকৃত কবি। কথায় কথায় শব্দ বাঁধতে পারলেই তা কবিতা হয়ে যায় না। নন্দন বিনে শিল্প হয় না।

: নন্দন বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

: মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অনন্য। এই অনন্যতা যুক্তি দ্বারা কিংবা ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা বোঝা যায় না। বরং চেতনা দ্বারা বুঝতে হয়। যুক্তির বিচারে একই জাতীয় প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে কিছু সাধারণ গুণাবলী থাকে, যেগুলো দ্বারা আমরা তাকে চিনি। কিন্তু শুধুমাত্র চেতনা দ্বারাই প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে আলাদা প্রমাণ করা যায়- করাই শিল্পের কাজ। প্রত্যেক সৃষ্টির নিজস্বতা-কেন্দ্রিক এই সৌন্দর্যই নন্দন। প্রকৃত শিল্পীই বস্তু থেকে 'নন্দন' পৃথক করতে পারে- পারলেই শিল্পী।

: এটা কিভাবে সম্ভব?

: শিল্পী মাত্রই চেতনার সাথে কর্মের যোগাযোগ রাখে; সেই চেতনা অবশ্যই সততার ভিত্তিতে অর্জিত হতে হবে।

: তাহলে...

: আমার সময় নেই... শব্দ হোক চেতনার উৎসবে নিপুণ ঝংকার... বলতে বলতে পাগল লোকটি চলে গেল। পথচারী পথ চলতে ভুলে গিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। ... শব্দের অরণ্যে পথচারী একা...

নিয়ম-অনিয়মে নৃত্য

১. 'সত্য' এমন কোন বস্তু নয় যা হাত বাড়িয়ে মুঠোয় পুরে নেয়া যাবে। মানুষ চাইলে হয়ত সত্যের অসংখ্য মুদ্রা হতে সাধ্যমত কয়েকটি মুদ্রা অর্জন করতে পারে। বড়জোর বিশ, পঞ্চাশ কিংবা একশটি। বাকি অসংখ্য মুদ্রাই মানুষের অস্পৃশ্য থেকে যায়। সত্যের মুদ্রাগুলো রপ্ত করা খুবই কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু মানুষ এমন আত্মমগ্ন যে, অর্জন করা মুদ্রাগুলো ঠিকভাবে রপ্ত না করেই নৃত্য শুরু করে, নৃত্য করতে করতে একসময় সম্পূর্ণ 'সত্য' অর্জনের ঘোষণা দিয়ে বসে।

www.pathagar.com

এমন ভুলটি করার পর ফুরিয়ে যাওয়াই নিয়ম।

২. সত্য বড়ই দূরন্ত নিয়মে চলে। একে আবিষ্কারের আকাঙ্খায় 'নৈঃশব্দের দোকানঘর' -এ বসলেই সত্য তার নিজস্ব কয়েকটি মুদ্রা 'কড়ি'র আকারে ছুড়ে দেয়। সেইসব মুদ্রায় নিয়মে-অনিয়মে নৃত্য করতে করতে 'ঘরানা'র মানুষগুলো 'কাঙ্খা' হারিয়ে ফেলে, 'বোদ্ধ প্রশ্নগুলো' ভুলে যায়। সত্য সন্ধানী 'রিকসা'টি তখন পথের ধাঁধাঁয় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

৩. 'নৈঃশব্দের দোকানঘর' ও 'ঘরানা'র মানুষজন কিংবা 'রিকসা'র আরোহীরা কি জানে, সত্যকে পেতে হলে সরল সূত্রে চলমান একটি বাহনে আরোহন করতে হবে তাদের। সত্যের দেয়া মুদ্রাগুলো প্রথমে উপযুক্তভাবে সাজাতে হবে। তারপর প্রতিটি মুদ্রা সঠিকভাবে রপ্ত করার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। যতই রপ্ত হবে সত্যের নিকট থেকে ততই নতুন মুদ্রা আসবে। মুদ্রাগুলো রপ্ত করতে করতেই একদিন 'মানুষের মন' সত্যের দ্বারে পৌঁছে যাবে।

কবিতারা

রিকসা

শব্দহীন চলমান একটি রিকসার উপর আমরা তিনটি যুবক
ব্যক্তিগত কিছু কারণে আমাদের খুব মন খারাপ
তবু কোন কষ্ট অনুভব হচ্ছে না
আমরা পরস্পরের মন খারাপ দূর করার কথা ভাবছি
আমি দুটি হাত ছড়িয়ে দিয়েছি বন্ধুদের কাঁধে
ওরা আমার হাতের ভাষা বোঝে
একজন আমার আঙুলগুলো নিয়ে খেলছে
অন্যজন গলায় উচ্চস্বরে গান চড়িয়ে দিয়েছে
শিথিল গতির বাহনটা আমাদের মনের গতি পড়ে চলছে
আমাদের মনের সাথে ওর তাল-লয় মিশে গেছে
এখানে কোথাও দূরত্ব নেই

এ মুহূর্তে আমি শুধু তোমাকে ভাবছি ডেবিড
কাল তোমার পত্রখানি পেয়ে পড়লাম
সিনথিয়াকে ভালোবাসো জানি
তবু দূরত্বের কথা বলেছো
নীরা মীনা জেসমিনদের সাথেতো আমাদের কোন দূরত্ব নেই
তোমাদের মন কি মনের লয়ও বোঝে না

যা কিছু চেয়েছো তুমি পাঠিয়ে দিলাম
পাথরকুচি পাতা কচুরীপানার ফুল- সব
আমাদের রিকসাটা কোনদিন চেয়োনা শুধু

www.pathagar.com

তোমাদের রাস্তার মসৃণতায় এর গতি বেড়ে গেলে
মনের দূরত্বে আর নৈকট্য আনবে না।

উপপাদ্য

কাল বুঝি ভুল করে অতি প্রিয় খাতাখানি ফেলে গেছো তুমি
ভালোই হয়েছে খুব, নইলে
আমার কি জানা হতো কোনদিন
এতোটা নিবিড় করে জীবনের অধ্রুব নিয়মগুলো

এতোটা নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিতে সম্পাদ্যগুলো পষ্ট করেছো তুমি
স্কেচে স্কেচে ভরা পাতাগুলো দেখে অবাক লাগে

এখন বুঝতে পারি কেন তুমি বলেছিলে:
আমরা জানিনা ঠিক, কোন বনে ঘুরে ঘুরে কার গান গাই
নিয়ত নি:শেষ হয়ে কার ঘরে আলোকের প্রদীপ জ্বালাই
এ জীবন খোয়াবের ঘোর, আমরা জানি না তাই
এর কোন উপপাদ্য আছে কি- না নাই।

নোনাজল ব্যর্থতা

পারাপারই আমাদের বড় সংকট

প্রতিদিন ঘাটে ঘাটে নোনাজল ঠেলে নৌকোরা এলে
অপেক্ষায় থাকে একজন নীলা
যাত্রীরা নীলাদের কাছে যায়
পারাপার ব্যর্থতায় নীলাদের কেউ কেউ একা হয়ে যায়।

মা

ময়ূরাক্ষী! দেখ, এই আমার মা
মনভোলানো মায়াবী তোমার রূপের পাঁচালী
জেনেছি আমি মায়ের কাছে প্রথম
'অগ্নিবর্ণরূপ... সেই পরী একদিন...'
শুনতে শুনতে কতদিন রাজপুত্তুর হয়েছি

ময়ূরাক্ষী! এই আমার মা
সোনার তোয়ালে জড়িয়ে বধুবরণ
ইত্যাদির এই মেয়ে এতটুকু ভান জানে না
শূন্য হাতে জড়িয়ে ধরলে বরং ধন্য হয়ো

www.pathagar.com

মনে রেখো, এই যে আমি- এটি তার মা
এই সব জেনে তবে এসো
একদিন আমাদের গাঁ।

দোলনা

নীলা, দোলনাটা খুব দুলিয়ো না
পৃথিবীকে ঝড় জঞ্জাল ভাববে ও
দোলনাটা ছাড়া বিলাসের কিছুই যে নেই
আমাদের শিশুটার

দোলনাটা বাতাসে টাঙিয়ে দাও
নিজের মতো দুলুক
আমাদের কল্পরণ্যের পাখিটি
নি:সীম নীলিমায় পাখা মেলে উড়ুক।

আমাদের বাড়ির পথ

আর কয়েক পা সামনে গেলেই আরেকটু রহস্যের ভাঙন
এই বোধে আমাদের হাঁটি হাঁটি পা-গুলো
একটু একটু করে অনেকদূর চলে যায়, যেতে যেতে
পথের ধাঁধাঁয় মিশে যায় আমাদের বাড়ির পথ
আমরা সকলে কম-বেশি হাঁটি পা পা, কম-বেশি হারাই পথে

যাদের পা নেই তারা হারাই না, আর যারা পায়ে পায়ে একবার হারিয়ে যাই
খুঁজে পাইনা সে আহোজ ঘর, যেখানে জন্মেছি একদিন মাটির উপর

আমাদের জন্য একটি সুরম্য বাড়ি আছে, দূরে অনেক দূর
পথের শ্রান্তি মুছে আমাদের হাঁটি হাঁটি পা সেই বাড়ি ঠিক চিনে নেয়

কেউ কেউ পথের ধারেই বাঁধতে চেয়ে ঘর, বাঁধে ঠুনকো বাড়ি

আর কিছু দূর গেলে একটি সুরম্য বাড়ির পথ
এই বোধে আমাদের পা-গুলো হাঁটি হাঁটি পা পা।

বনভোজন

কয়েকটি দিন থেকে মহা উল্লাসে
ক'টি দিন কেটে গেল বনে
ভোজনের সময় হয়ে আসছে
নিবাসে ফেরার ভয়ে কুঁকড়ে গেছে মন

www.pathagar.com

সমুখের ভোজন উল্লাস তবু থেমে নেই।

পোস্টার সময়

এখন পোস্টার সময়
মানুষের ব্যক্তিগত কোন আবেগ
কিংবা অনুভূতি লুকোলে
ক্ষমা করতে অক্ষম এ সময়
আমাদের হাসি কান্না তাই
পোস্টারে টাঙিয়ে রাখি

জেসমিন এখনো চিঠি লেখে
সে বোধ'য় পোস্টারে
আমার মৃত্যু সংবাদ দেখে নি।

সামনের পূর্ণিমায়
(দূর ইলশার মেঘটিকে)

আমাদের একটা চাঁদ ছিল বলে জ্যোৎস্নার কখনো যায়নি আকাল
কতো যে চাঁদের রাতে আঁধার দেখেছি তবু পাইনি ভয়
তুমি দূর ইলশার মেঘ এসে চাঁদখানি নিয়েছো যে কেড়ে
এরপর জ্যোৎস্না কি আমাদের হবে, না শুধু তোমার একার
তোমাকে দেখিনি কোনদিন, প্রাণের ভেতর আজ খুব ভয়
সামনের পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার বন্টনে দিও তোমার প্রকৃত পরিচয়।

নীলার চোখ

নীলা, কিছু একটা কর
ছাত্ররাজনীতি করলে দেয়ালে দেয়ালে তোমার নাম
কবিতা লিখতে শুরু করলে কাগজেও অংকিত হবে

আমার চোখের দিকে তাকাও নীলা
ক্রমশ: নিজের অন্ধত্ব আবিষ্কার করবে তোমার চোখ
আর যদি তোমার দৃষ্টি খুব প্রখর হয় আরো
দেখতে পাবে আমার চোখে কী বিপুল অন্ধকার

নীলা, একটা কিছু কর
নইলে নির্ঝর নিদ্রার আরাম
তোমার চোখকে আরো অন্ধকার করে দেবে।

www.pathagar.com

রফিকুল ইসলাম রফিক

অধিব্যক্তিক

অন্ধকারের সাথে

নির্জনা,

তুমি 'দৃশ্যমানে'র কথা বলেছ। আমি এক-ই বিষয়ে পড়েছিলাম উইলিয়াম গোল্ডিং-এর 'Darkness visible'- তিনি অবশ্য মাঝে মাঝে বলতেন 'Darkness visible' এমন একটি বই যে বইটির ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনা'- জানিনা তিনি কোন অন্ধকার নির্মাণ করেছেন। তার পরপরই আরেকটি বই পড়ার আমার সৌভাগ্য হয় 'Heart of Darkness' কনরাডের। এই বই নিয়ে তর্ক-বিতর্কের যথেষ্ট ঘূর্নিঝড় বয়েছে বোদ্ধাদের চিন্তাকূলে। একই বিষয়ে আমি তোমাকে তেমন কোন তথ্য দেব না। এ বইটি পড়ার সময় বার বার আমি Text থেকে হারিয়ে গিয়েছি। তাই আমি খুব বেশি সংখ্যক পৃষ্ঠা না পড়েই এ চিঠিটি লিখতে বসে যাই। অন্ধকার নিয়ে ভাবনাটা আমার ক্রমেই বাড়ছে। তুমি বলেছ- ঠিক দুপুরে যখন আমরা পিচঢালা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি। দূরে দেখা যায় পানি থই থই করছে। যতই সামনে যাই সে পানি হারিয়ে যেতে থাকে। শুধু এটা না আরো আছে। তুমি যখন রেল পথ দিয়ে হাঁটতে থাকবে তখন দেখবে দূ-রে রেলপথ ক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে মিলেছে। যতই এগুবে ততই সে বিন্দু দূরে যাবে। আবার যখন আকাশের দিকে তাকাই, দেখি আকাশের একটি অংশ। পুরোটা দেখিনা। বুঝলে নির্জনা, আমিও মাঝে মাঝে ভাবি। আমি কেন পুরো আকাশ দেখবো না! আমি কি ইচ্ছে করলে উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধে যেতে পারবো না? কেন পারবো না। হোক না কল্পনা। জান, এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'অন্ধকার' বিষয়টি। একদিন চিন্তা করলাম Dark সাহেবের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে ব্যাপারটা আরো খোলাসা ভাবে জানতে পারবো। তাই একদিন বিকালের দিকে রওনা দিলাম Dark সাহেবের কুঠিরে।

বিকেল প্রায় পাঁচটা। আমার জীর্ণ কুঠির থেকে তেমন বেশি দূরে নয় Dark সাহেবের কুঠির। আমি হাঁটতে লাগলাম। রীতিমত সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রস্তুতি। আমার বাম হাতে টেপ রেকর্ডার। পকেটে এক টুকরো কাগজ ও কলম। অল্প কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছলাম Dark সাহেবের আধুনিক কুঠিরে। গেট বন্ধ। দাড়োয়ান গেটের পাশে বসে আছে। আমার দিকে কিটমিট করে তাকাল।

'কী চাই!'

'Dark সাহেব আছেন'

'কী প্রয়োজন?'

'জরুরী কথা ছিলো।'

'তবে, গেটের ভেতর ঢুকাতে পারি, ঘরের ভেতর নয়।'

'ঠিক বুঝলাম না?'

'আরে ভাই কথা কম বলেন। গিয়ে দরজায় বেল টিপেন।'

আমি ঝটপট গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ি। দেখি, কী অপূর্ব বাগান। লাল, নীল, হলুদ হরেক রকমের

www.pathagar.com

ফুল। বাড়ির পরিবেশটা মনে হয়, স্রষ্টার অপরূপ মন দিয়ে সাজিয়েছে। বাড়িটাকে দূর থেকে দেখতে এমন সুন্দর মনে হয় না। আমি দরজায় গিয়ে কলিং বেল টিপলাম। টিয়া পাখির শব্দ। মনে হলো যেন টিয়া পাখির হৃৎপিণ্ডে গুতা মেরেছি। অমনি ডাক মেরেছে। মিনিট খানিক দাঁড়িয়ে থাকার পর বেরিয়ে এলো একটি আমার বয়েসি মেয়ে। অপূর্ব!...

'কাকে চাচ্ছেন?'

'Dark সাহেব আছেন?'

'আছে, তবে'

'আমি খুব জরুরী বিষয়ে আলাপ করতে এসেছি।'

'আপনি দাঁড়ান। আমি জিজ্ঞেস করে আসছি।'

আমি প্রায় মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেয়েটি আসল।

'আসুন।'

আমি আস্তে আস্তে পা ফেলে বিড়ালের মতো হাঁটতে লাগলাম।

আমাকে কিন্তু ড্রইং রুমে বসানো হলো না। এক্কেবারে অন্দর মহলে। আমি যতটুকু গিয়েছি অবাক হয়েছি। কী অপূর্ব! চারিদিকে অপূর্ব সাজে আসবাব পত্র। দেয়ালে টাঙানো বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি। Dark সাহেবের রুমের দরজায় পা রাখতেই দেখলাম তিনি ইজি চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন। পাশের খোলা জানালা দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের আবছা লালচে রোদ মুখে পড়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে সে মুখ খানা। তার দৃষ্টি ছিলো আকাশের দিকে।

'আসতে পারি?'

'আস!'

তিনি আমার সাথে এমন করে কথা বলছেন যেন তিনি আমাকে চেনেন।

'তোমার নাম?'

'বন্ধুরা আমাকে রফিক ডাকে।'

'তো, কী ব্যাপার?'

'আপনার সাথে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি। বলতে পারেন A kind of interview.

আমি টেপ রেকর্ডার অন করলাম। জানালার সে রোদটুকু এখনো সরেনি।

'অন্ধকারকে খারাপ প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেমন- ঐ কিংবা সে যুগটি ছিলো অন্ধকার যুগ। ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিষয়টি আপনার কেমন লাগে।

'এখানে লাগা-লাগির তেমন কোন ব্যাপার নেই। পৃথিবীটা টিকে আছে পরিপূরক ব্যবস্থার কারণে। সবাই যদি সত্য কিংবা সুন্দরের প্রতীক হয়। তাহলে মিথ্যা কিংবা কুৎসিতের দ্বারতো বন্ধ থেকে যাবে।'

এরি মাঝে সে মেয়েটি চা নিয়ে এসেছে। Dark সাহেব বলাতে আমি আমার টেপ রেকর্ডার অফ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সে পর্বটা শেষ করলাম। তারপরে আবার শুরু হল।

'এখন আপনার দৈনন্দিন কাজে ফিরে আসি। আপনার সময় কীভাবে কাটে।'

'আমি কিন্তু নিশাচর। এবং সেটা গ্রামাঞ্চলে ভাল কাটে। তার একটি কারণ হল, সেখানে যান্ত্রিকতা নেই। কৃত্রিম আলোর তেমন আধিপত্য নেই। দিনের বেলায় আমি বই পড়ে কাটাই। দেখছো না কতো বই।'

'আচ্ছা, আলো আর আপনার সাথে একটা দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক রয়েছে।'

www.pathagar.com

'তুমি যে দ্বন্দ্বের কথা বলছ সেটা আসলে দ্বন্দ্ব নয়। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সে টিকে থাকতে চায় আমাকে আঘাত করে। আমি যেখানে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছি, আজ সেখানে সে বাহিনী নিয়ে হামলা করছে। আমাকে ক্ষত বিক্ষত করছে। দেখ, তার এ ভোগের সময় শেষ হবেই। আমি আবার আমার জায়গায় বসবাস করবো। সারাটা দেশ থেকে সে আমাকে তাড়াতে চাচ্ছে তার যান্ত্রিকতা দিয়ে।'

'যান্ত্রিকতা বলতে আপনি যান্ত্রিক আলোর বিকাশ বুঝাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা মানব জাতির জন্য কল্যাণকর।'

'আমি তা মোটেই অস্বীকার করছি না। তবে আমার অস্তিত্বের হানি- তাতো উড়িয়ে দেওয়া যাবেনা। একটি কথা মনে রাখবে আলোর উৎস আছে, আমার কিন্তু কোন উৎস নেই। জায়গা বরাবর ফুটা করলেই খালাস।'

'যেটা শাশ্বত উৎস- সূর্য?'

'আমি আগেও বলেছি আমি নিশাচর। সূর্য দিনে আলো ছড়ায়, আমার সমস্ত বিচরণ রাতে। তাছাড়া আমার মাঝে একজন মানুষ স্বাস্থ্য খুঁজে পায়। যেমন স্বস্তি খুঁজে পায় স্ত্রীর কাছে কর্মব্যস্ত স্বামী।'

'ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

'আমি নিশ্চিত, তেমন কোন মানুষ নেই, যে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমায়। বিশেষ করে রাতের বেলা। তুমি হয়তো জান। জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে বেশ কিছু এজামসন রয়েছে। যেমন খেলিশ *(৬২৪-৪৭খ্রীঃ পূর্ব)* জল থেকে জগৎ সৃষ্টির কথা বলেছেন। এনাক্সিমেনিস *(৫২৪-৮৮ খ্রীঃ পূর্ব)* ভাবতেন বায়ু থেকে। হেরাক্লিটাস *(৪৭৫-৫৩৫ খ্রীঃ পূর্ব)* ভাবতেন অগ্নি থেকে। পরবর্তীতে সমন্বয়বাদী এমপিড কালশ বললেন মাটি বায়ু, জল, অগ্নি থেকে জগৎ সৃষ্টির কথা। সময়টা ৪২৩ খ্রীঃ পূর্ব। আমি কিন্তু এখানে উপেক্ষিত হয়েছি। তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে খিচুড়ি কীভাবে বানাও। তুমি কী বলবে। তুমি বলবে, চাল, ডাল, আলু, লবন, পানি। কিন্তু তোমার মুখ দিয়ে ভুলেও আগুন আর চুলার কথা বেরুবে না। এরা যে সহায়ক, এটা স্বীকারও করিনা। আমি কি জগৎ সৃষ্টিতে কোন ভূমিকা রাখিনি?'

'আপনি ভূমিকা রেখেছেন বলে মনে করেন?'

'তাহলে তো আমাকে সৃষ্টিতে যেতে হয়। শোন, স্রষ্টা যখন কিছুই সৃষ্টি করেননি। তখন আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আজ থেকে ১৫ পদ্মকাল আগের কথা। না ছিলো বস্তু। না ছিলো কোন শক্তি। না ছিলো সময়ের কোন অস্তিত্ব। এমন এক শূন্য- স্থান- সময়ের পরিবেশে সূক্ষ্ম সময়ে ঘটে মহা বিস্ফোরণ। তার পরেই এ বস্তু। শক্তি ও সময়। এর পূর্বে ছিলো শূন্যতা- সর্বস্তরে শূন্যতা। আর শূন্যতা মানেইতো আমি। আমার অবশ্য মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো কিনা।'

'তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি বিনাশহীন আত্মার অধিকারী।'

Dark সাহেব রহস্যময় হাসলেন। 'I must be for every time.'

নির্জনা,

তুমি হয়তো ভাবছো আমি এসব নিয়ে কেন ভাবছি। হ্যাঁ। আমি শুনেছি। আমার জন্য তুমি তোমার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ। তবে Reality আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। তুমি কি আল মাহমুদের একটি কবিতা পড়নি। 'দূরদৃষ্টি' কবিতাটি!

www.pathagar.com

কাকে বলে দূরদৃষ্টি? বলো, কতদূর পর্যন্ত মানুষের চোখ আর
দৃশ্যকে হাতড়াতে পারে! আর তুমি ছাড়া আমার দ্রষ্টব্যই বা কি
আমার দু:খ, শুধু দুটি চোখ নিয়েই আমি তোমাকে দেখি।
আহ এমন যদি হতো, আমি সহস্রাক্ষ হতাম, আমার
হাজার চোখ তোমার অস্তিত্বের সবটা আমাকে দেখাতো,
তখন কেমন লাগতো কে জানে? আমি তো তোমার সবটা
এক সাথে, এক দৃষ্টিতে কোনো দিনই দেখতে পাবো না।
তুমি যখন সামনে তখন তোমার পিঠ অদৃশ্য। তোমার ঘাড় ও
বিনুনী যেন কেউ লুকিয়ে রেখেছে। তুমিও কি আমার সবটা
এই 'আমি'র সবটা দেখতে পাও? কেন পাওনা?
তাও কি আমারই দূরদৃষ্টির অভাবে, বলো?

আমার দৃষ্টি আর কতদূর যাবে? কত দূর?
সেতো পাহাড় ডিঙালে মেঘ ডিঙাতে পারে না। আর মেঘ-
দেখলে নীলের উঠোনে হারিয়ে যায়।
ক্লান্ত অবসন্ন হে আমার দূরদৃষ্টি, ফিরে এসো আমার
চেতনার অন্ধকারে। আমি আর দেখতে চাই না।..

এজন্যই হয়তো আমরা পুরো আকাশ দেখি না। আমার দৃষ্টিতো সীমানা খুঁজতে হারিয়ে যায়। আর তাই অন্ধকার আমার অন্ধদৃষ্টিতে পথ হারায়।... প্রাণের টান রইলো। আল্লাহ্ হাফেজ।

www.pathagar.com

CD Recording Super Store

- All Programming Software
- Graphics & Animation Software
- Education Software
- Medical & Engineering Software
- Games, MP3 & Many More...

CD LAND

166/168 College Road, Concrite Bhaban
Chawkbazar, Chittaogng.
Tel: 621875, 617215 Ext. 119

PC Works

Computer & Network Solution Provider

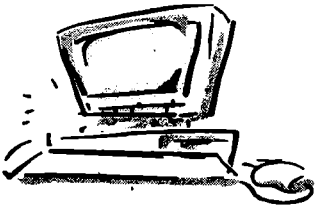

166/168 College Road, Concrite Bhaban
Chawkbazar, Chittaogng.
Tel: 621875, 617215 Ext. 119

www.pathagar.com

বিশ্বস্ত অভিভাবকত্বের প্রতিশ্রুতি..

চট্টগ্রাম রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ

বাড়ী # ২৬, রোড # ২, ব্লক # বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ৬৭০৩৪৩, ৬৭১৩৯২

মিষ্টির জগতে এক অনন্য নাম

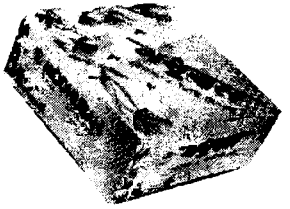

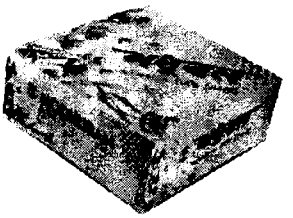

মধুবন®

অভিজাত মিষ্টি বিপনি

প্যারেড কর্ণার, কলেজ রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম
ফোন: ৬৩৫১৪০

www.pathagar.com

REMA TRUST পরিচালিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত
চট্টগ্রামের একমাত্র বেসরকারী টিচার্স-ট্রেনিং কলেজে ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে
বি.এড.কোর্স (দিবা ও বৈকালিক শাখা)- এ

ভর্তি চলছে

যোগাযোগের সময়: সকাল ৯টা-বিকাল ৩টা
রিসার্চ ফর এডুকেশন এন্ড ম্যানেজম্যান্ট একাডেমী (REMA)
১১৬ চট্টেশ্বরী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ৬১৩৩৫০
E-mail: remalad@abnetbd.com

মিষ্টির জগতে বৈচিত্রের অঙ্গীকার নিয়ে

পরিবেশক: তালুকদার সুইটস্
ধোপিরপুল, কে. বি. আমান আলী রোড
চকবাজার, চট্টগ্রাম। ফোন: ০১৭-৭৬১২৬৪

www.pathagar.com

সেলাই সামগ্রীর প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

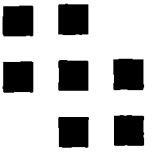

সাতকানিয়া ষ্টোর

৪০ নজির আহমদ চৌ: রোড
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ফোন: ৬১৪০৬৭

সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য-পরিচর্যায় বিশ্বস্ত

সেবার অঙ্গীকার

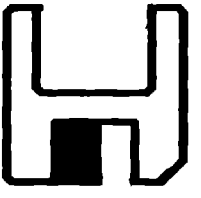

ন্যাশনাল হস্‌পিটাল চট্টগ্রাম

National Hospital Chattagram

৩০ মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম
ফোন: ৬২৩৭১৩, ৬২৩৭৫৩